পাক্ষিক

আহমদী

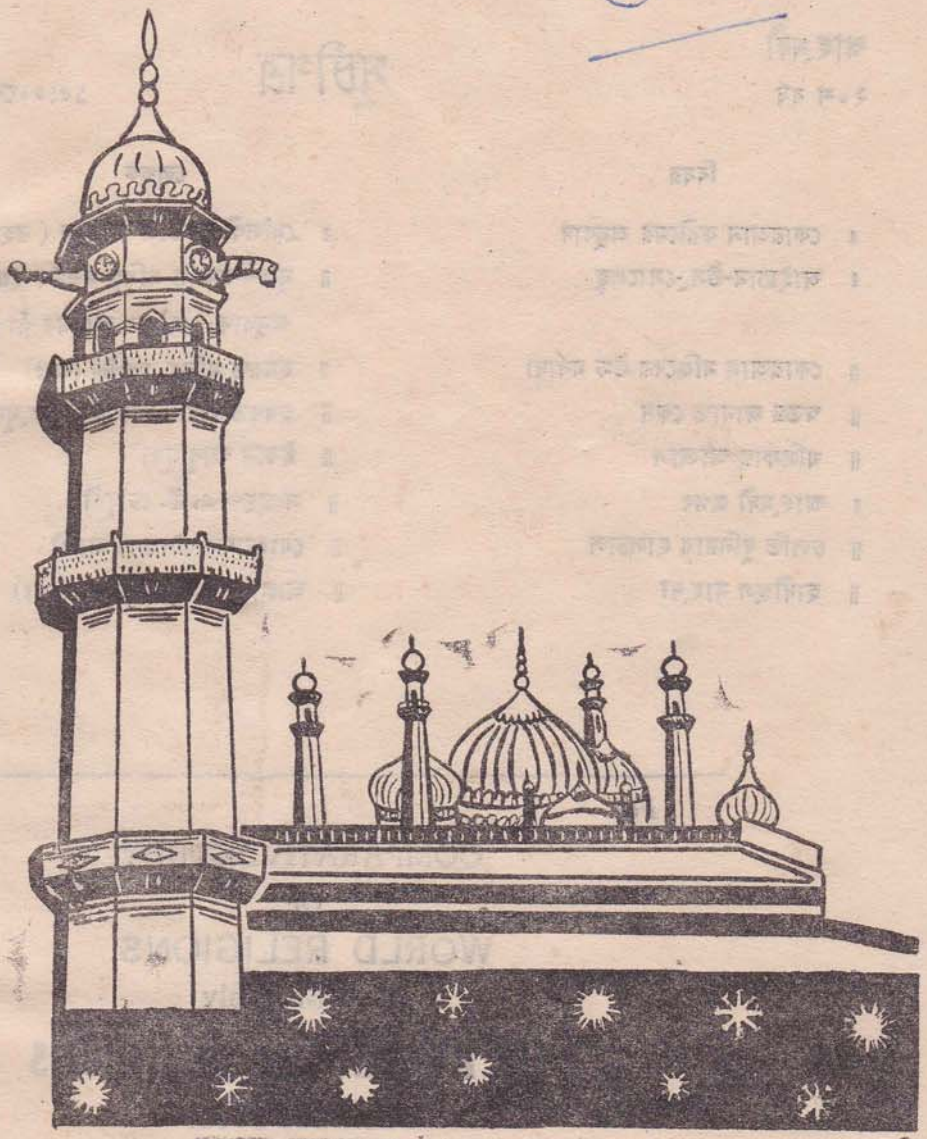

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

১।২য় সংখ্যা
১৫।৩০শে মে ১৯৬৬

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২০শ বর্ষ

সূচীপত্র

১।২য় সংখ্যা
১৫।৩০শে মে, ১৯৬৬ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	১
আইয়্যাম-উস্‌-সোলেহ্‌	মুল—হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ) অনুবাদ—দৌলত আহ্‌মদ খাঁ খাদিম	২
কোরআন মজিদের উচ্চ মর্যাদা	হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)	৬
স্বতন্ত্র জামাত কেন	হযরত মীর্যা বশিরুদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাজিঃ)	৭
খলিফার আহ্বান	ইবনে আবু মুছা	১২
আহ্‌মদী জগৎ	সংগ্রহ—এ. টি. চৌধুরী	১৩
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	১৪
হাদীসুল মাহ্‌দা	আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)	১৬

For

COMPARATIVE STUDY
OF
WORLD RELIGIONS
Best Monthly
THE REVIEW OF RELIGIONS
Published From
Rabwah (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

ব্যক্তিগত পাঠাগার
আহমদ তৌফিক চৌধুরী

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ঃ ২০শ বর্ষঃ ১৫।৩০শে মেঃ ১৯৬৬ সনঃ ১২য় সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্‌ আ'রাফ

১৫শ রুকু

১২৮॥ ফেরাউনের জাতির প্রধানগণ বলিলঃ তুমি কি মুসা এবং তাহার জাতিকে রাজ্য মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে ছাড়িয়া দিবে এবং সে তোমাকে ও তোমার উপাস্যদিগকে ত্যাগ করিবে? সে বলিলঃ অচিরেই আমি তাহাদের পুরুষদিগকে (একে একে) হত্যা করিব এবং তাহাদের মেয়েদিগকে জীবিত রাখিব এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের উপর প্রবল ক্ষমতাবান।

১২৯ ॥ মুসা তাহার জাতিকে বলিল : তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য্য ধারণ কর। নিশ্চয় পৃথিবীর মালিক আল্লাহ্‌; তিনি তাঁহার বান্দাগণের যাহাকে ইচ্ছা ইহার মালিক করেন এবং পরিণামফল মুত্তাকীদের জন্যই মঙ্গল পূর্ণ হয়।

১৩০ ॥ তাহারা বলিল : তোমার আগমনের পূর্বেও আমাদিগকে কষ্ট দেওয়া হইত এবং তোমার আগমনের পরও। মুসা বলিল : অচিরেই আল্লাহ্‌ তোমাদের শত্রুকে ধ্বংশ করিবেন এবং তোমাদিগকে পৃথিবীর উপর আধিপত্য দিবেন; তৎপর তোমরা কি রূপ আচরণ কর তাহা দেখিবেন। (ক্রমশঃ)

আইয়্যাম্‌-উস্‌-সোল্‌হ্‌

মূল—হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)

অনুবাদ—দৌলত আহ্‌মদ খাঁ খাদিম

প্রশ্ন :—বারাহীনে আহ্‌মদীয়ার অবশিষ্টাংশ ছাপাইতেছেন না কেন?

উত্তর :—এই বিলম্বকে আপত্তি স্বরূপ উপস্থাপিত করা তুচ্ছ বটে। আল্লাহ্‌রবাণী হওয়া স্বত্বেও কোরআন শরীফ তেইশ বৎসরে অবতীর্ণ হয়। তবে যদি খোদা-তা'লার জ্ঞান কোন বিবেচনায় বারাহীনের পূর্ণ হওয়া বিলম্বিত করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে কি অনিষ্ট হইল। আর যদি এই ধারণা হইয়া থাকে যে খরিদ্দারগণ হইতে অগ্রিম টাকা লওয়া হইয়াছে, তবে এইরূপ ধারণা করাও বোকামি এবং অনভিজ্ঞতার কারণে হইয়া থাকিবে। কেননা বারাহীনে আহ্‌মদীয়ার কপি অধিকাংশই বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছে এবং কাহারও নিকট হইতে পাঁচ টাকা এবং কাহারও নিকট হইতে আট আনা পর্য্যন্ত মূল্য লওয়া হইয়াছে। এবং এরূপ লোক অতি অল্প যাহাদের নিকট হইতে দশ টাকা লওয়া হইয়াছে এবং যাহাদের নিকট হইতে পঁচিশ টাকা লওয়া হইয়াছে। তাহারা মাত্র অল্প কয়েকজন ব্যক্তি। তারপর সেই মূল্য স্বত্বেও বারাহীনে আহ্‌মদীয়ার যে অংশগুলি প্রকাশিত হইয়াছে এবং খরিদ্দারগণকে দেওয়া হইয়াছে, তত্তুলনায় কোন অধিক নহে বরং ঠিকই হইয়াছে। আপত্তি করা একান্ত হীনতা এবং নীচতা বটে। কিন্তু এতদস্বত্বেও কোন কোন অজ্ঞ লোকের অকারণ শোরগোলের প্রতি খেয়াল করিয়া দুই বার বিজ্ঞাপন দিয়াছি যে, যে ব্যক্তি বারাহীনে আহ্‌মদীয়ার মূল্য ফেরত চাহে তাহারা আমাদের বইগুলি ফেরত দিয়া মূল্য লইয়া যাউক। এই প্রকারে তৎসমুদয় লোক যাহারা এরূপ অজ্ঞতা পোষণ করিত তাহারা পুস্তকগুলি পাঠাইয়া দিয়াছে এবং মূল্য ফেরত নিয়াছে। কতকলোক পুস্তকগুলিকে অত্যন্ত খারাপ করিয়া পাঠাইয়াছে। তথাপি আমি মূল্য ফেরত দিয়াছি। কয়েক বার আমি লিখিয়াছি যে, আমি এরূপ হীন স্বভাব লোকদের খোশামোদ করিতে চাহিনা এবং সর্ব সময়ে মূল্য ফেরত দিতে প্রস্তুত আছি। অতএব খোদার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ যে, এই জঘন্য স্বভাব লোকদের নিকট হইতে খোদাতা'লা আমাকে

নিষ্কৃতি দিয়াছেন। কিন্তু এতদস্বত্ত্বেও এক্ষণে আমি নূতন করিয়া এই কয়েক ছত্র বিজ্ঞাপন স্বরূপ লিখিতেছি যে, যদি এখনও এরূপ কোন খরিদ্দার লুক্কায়িত থাকিয়া থাকে যে, বারাহীনের বিলম্বিত হওয়ার দরুন অভিযোগ পোষণ করে, তবে সে অবিলম্বে আমাদের পুস্তকগুলি পাঠাইয়া দেউক, আমি তাহার মূল্য যাহা তাহার লেখা হইতে প্রমাণিত হইবে তাহাকে পাঠাইয়া দিব। আর যদি আমাদের এই সমস্ত বিজ্ঞপ্তি স্বত্ত্বেও এখনও অভিযোগ করে, তবে তাহার হিসাব খোদাতা'লার কাছে হইবে। আর শাহজাদা সাহেব তো এই উত্তর দিন যে, তিনি কোন্ পুস্তক আমাদের নিকট হইতে খরিদ করিয়াছেন এবং তাহা এখন পর্য্যন্ত আমরা পূর্ণ করিয়া দিই নাই বা মূল্যও ফেরত দিই নাই? কোন কোন বিদ্বেষ দুষ্ট মোল্লার মুখে এইরূপ অনুসন্ধান হীন অপবাদ শুনা এবং তায়পর ইহাই আবার আপত্তি-স্বরূপ উপস্থাপিত করা কিরূপ খোদার ভয়-শূন্যতা।

প্রশ্ন ঃ—গভর্ণমেণ্টের তোষামোদ করেন।

উত্তর ঃ—ইহা তোষামোদ নয় বরং ইহা সেই হক যাহা প্রত্যেক নেমকহালাল প্রজারই আদায় করা উচিত। নিঃসন্দেহে আমাদের বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এক বিরাট দান এই যে, আমরা ইহার ছায়াতলে আসিয়া হাজার হাজার বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি। এই গভর্ণমেণ্টের দ্বারা আমরা শত শত প্রকার উপকার লাভ করিয়াছি। ইহার পরে এরূপ উপকারসমূহ দেখিবার পরও মনে মনে উদ্ধতভাব পোষণ করা হীনতার পরিচায়ক হইবে।

প্রশ্ন ঃ—রাওয়ালপিণ্ডির বুজুর্গ কুসংস্কারগ্রস্ত এবং ভীরু বটে। তদ্দরুণ তাহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন।

উত্তর ঃ-লা'নাতুল্লাহে আলাল্ কাযেবীন(—অনুবাদক) মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত হউক। যদি সেই বুজুর্গ ভীরু হইতেন তবে তিনি কেন হাজার হাজার লোকের বিরোধিতা করিয়া আমার সত্যতা স্বীকার করিবেন? আজকাল আমার দিকে নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হওয়া আর অগ্নিতে পদার্পণ করা একই কথা। সুতরাং এইরূপ সাহস কোন ভীরু লোকের কার্য নয় বরং বাহাদুর এবং পাহলোয়ানদের কার্য। এতদ্ব্যতীত উপরোক্ত বুজুর্গ স্বয়ং আল্লাহ্‌র বাণী পাইয়াছেন এবং তিনি খোদার লক্ষণ দেখিয়াছেন। সেইজন্য তিনি সাধুসজ্জনের মত সত্যকে গ্রহণ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এই যুগ কিরূপ অনর্থের যুগ যে, যে সমস্ত লোক খোদাকে ভয় করেন এবং সত্যকে স্বীকার করেন এবং খোদার লক্ষণ সমূহ দেখিয়া সত্যের দিকে ধাবমান হন, তাঁহাদের নাম রাখা হয় ভীরু এবং তাঁহাদিগকে নিন্দা করা হয় আর যে সমস্ত লোক প্রকৃতপক্ষে ভীরু এবং মৃত দুনিয়ার কারণে সত্যের দিকে আসে না যেন দুনিয়াদার লোকদের নিকট লাঞ্ছনা না পায়, তাহারা নিজদিগকে বাহাদুর মনে করে।

এই সমস্ত উত্তর তত্তাবৎ আপত্তির জবাব বটে যাহা শাহজাদা আবদুল মজিদ খান সাহেব শাহজাদা ওয়ালা গওহর সাহেবের পুস্তক হইতে নির্বাচন করিয়া আমার নিকট প্রেরিত চিঠিতে লিখিয়াছেন, যাহা আমি এই সমস্ত আপত্তির পূর্বে ছাপিয়া দিয়াছি। সেই আসল চিঠি আমার কাছে মওজুদ আছে। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, শাহজাদা আবদুল মজিদ খান সাহেব তাহাই লিখিয়াছেন যাহা তিনি শাহজাদা ওয়ালা গওহর সাহেবের পুস্তকে দেখিয়াছেন বা তাহার মুখে শুনিয়াছেন যদিও শাহজাদা ওয়ালা গওহর সাহেবের পুস্তক এখনও আমার নিকটে পৌঁছে নাই; কিন্তু তাহা ঐ সমস্ত প্রলাপোক্তিতে পূর্ণ বটে। কেননা শাহজাদা আবদুল মজিদ খান সাহেব তাহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং প্রথম শ্রেণীর শুভাকাংখী এবং বন্ধু বটে এবং তিনি নিজে একজন সৎ স্বভাব, সত্যবাদী এবং

খোদাভীরু মানুষ বটে। তিনি এক কলম ও অতিশয়োক্তি লিখিয়াছেন, ইহা সম্ভব নয়। শাহযাদা ওয়ালা গওহর সাহেবের পক্ষে এরূপ অনর্থক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া অকারণে নিজের আবরণ উন্মোচন করা আমার জ্ঞান বুদ্ধিতে ঠিক হয় নাই। শাহজাদা গিরি এক প্রকার। কিন্তু শাহজাদা ওয়ালা গওহর সাহেব হাদিস ও কোরআনের জ্ঞান এবং অন্যান্য জ্ঞান হইতে একেবারে বঞ্চিত। অনর্থক পরের মুখে ঝাল খাওয়া ঠিক হয় নাই। তাঁহার কর্তব্য ছিল কোন ওস্তাদের নিকট মনোযোগ দিয়া কোরআন ও হাদিস পাঠ করা এবং ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় করা এবং খৃষ্টানদের পুস্তকাদিও মনোযোগের সহিত পাঠ করা এবং তারপর যদি চাকুরীর কর্তব্য সমূহ হইতে অবকাশ পান তবে আমার খণ্ডন লেখা। এইরূপ অনর্থমূলক পুস্তক জ্বালাইয়া দিবার এবং নষ্ট করিয়া দিবার উপযুক্ত। এখনও যদি এই সদুপদেশ কার্যে পরিণত করেন, এই পুস্তক না ছাপান এবং ভিতরে ভিতরেই নষ্ট হইয়া যায়, তবে ভাল হয়। ভবিষ্যতে তিনি তাঁহার সুবিধা খুব বুঝেন।

অবশেষে আমি পাঠকদিগকে সদুপদেশ দিতেছি যে, তাঁহারা যেন আমার এই পুস্তককে ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে না দেখেন। আমি তাঁহাদিগকে সেই পয়গাম পৌঁছাইয়াছি যাহা খোদাতায়ালার নিকট হইতে আমি পাইয়াছি। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমি সকলের তর্কের অবসান করিয়াছি। পুণ্যস্বভাব এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন লোকগণ এই কথা অবগত আছেন যে, প্রথমাবধি নবী রসুল এবং তাবৎ প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিবর্গের রীতি এই যে, তাঁহারা তিন প্রকারে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীব (মনুষ্য)-দের নিকটে পূর্ণ প্রমাণ পেশ করেন। এক, উক্তি সমূহ দ্বারা; দ্বিতীয়, যুক্তি দ্বারা; তৃতীয়, ঐশী সাহায্য সমূহ দ্বারা। অতএব আমি ও খোদাতায়ালার অনুগ্রহে ঐ তিন প্রকারেই প্রমাণ দিয়াছি। কেননা, কোরআন ও হাদিসের উক্তি সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে আমি প্রমাণ করিয়াছি যে, হযরত ঈসা (আঃ) মৃত্যু লাভ করিয়াছেন এবং আখেরী জমানার ইমামের যে ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়া হইয়াছে তিনি এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন। হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে আমি ইহাও প্রমাণ করিয়াছি যে, আগমনকারী মসীহ্ ও মাহ্‌দীর খ্রীষ্টীয় রাজত্বের সময় আগমন করা আবশ্যক। কেননা যদি আর কোন যুগে তিনি আগমন করেন, ইয়াক্‌সেরুস সলিব (তিনি ক্রুশ ভঙ্গ করিবেন—অনুবাদক) এই ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপে পূর্ণ হইবে? আমি ইহাও প্রমাণ করিয়াছি যে, ইয়াজুজ মাজুজ (Gog and Magog—অনুবাদক)-এর যুগে প্রতিশ্রুত মসিহ্‌র আগমন আবশ্যক। যেহেতু نیا منی আগুনকে বলা হয় যাহা হইতে ইয়াজুজ মাজুজ শব্দদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। এইজন্য খোদাতায়ালা আমাকে যেরূপ বুঝাইয়াছেন ইয়াজুজ মাজুজ সেই জাতি যাহারা পৃথিবীতে সর্ব জাতি হইতে অগ্নিকে কার্যে লাগাইতে সর্বাপেক্ষা অধিক বিশারদ বরং আবিষ্কারক এবং ঐ সমস্ত নামের মধ্যে এই ইঙ্গিত নিহিত রহিয়াছে যে, তাহাদের জাহাজ, তাহাদের রেলগাড়ী, তাহাদের কল-কারখানা অগ্নির সাহায্যে চলিবে এবং তাহাদের যুদ্ধগুলি অগ্নির দ্বারা হইবে এবং অগ্নি হইতে সেবা লইবার কার্য্যে তাহারা দুনিয়ার সমস্ত জাতি হইতে অধিকতর পারদর্শী হইবে, তাহারা ইয়াজুজ মাজুজ নামে অভিহিত হইবে। অতএব তাহারা হইল ইউরোপের জাতিপুঞ্জ, যাহারা অগ্নি-বিদ্যায় এরূপ দক্ষ, পারদর্শী এবং পৃথিবীতে অতুলনীয় যে, তাহা অধিক বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই বনি ইসরাইলদিগকে প্রদত্ত পূর্ববর্ত্তী ধর্ম পুস্তক সমূহে ও ইউরোপবাসীদিগকেই ইয়াজুজ মাজুজ সাব্যস্ত করা হইয়াছে। বরং রুশিয়ার প্রাচীন রাজধানী মস্কোর নামও উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা নির্ধারিত হইয়াছিল যে,

প্রতিশ্রুত মসিহ্, ইয়াজুজ মাজুজদের সময় আবির্ভূত হইবেন এবং কোরআন ও হাদিসের বাণী-সমূহে ইহাও লিখিত আছে যে, মসিহের যুগে উষ্ট্রের যান-বাহন বিলুপ্ত হইবে। এই বাণীতে এই ইঙ্গিত ছিল যে, এমন কোন যানবাহন আবিস্কৃত হইবে যে উষ্ট্রের প্রয়োজন থাকিবে না। আমি এই কথাও প্রমাণ করিয়াছি যে, খোদাতা'লার অভিপ্রায় এবং জ্ঞানানুসারে শেষ যুগে এরূপ একজন লোকের আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল যিনি একাধারে ঈসা-ই আশিস এবং মোহাম্মাদীর আশিস নিচয়ের অধিকারী হইবেন এবং আহ্মদ মাহদী এবং ঈসা মসিহ, তাঁহারই এই দুই নাম। মোটের উপর, উক্তি সমূহের (কোরআন ও হাদিসের —অনুবাদক) দিক দিয়া আমি এই যোগের লোকদের প্রতি খোদাতা'লার প্রমাণ পূর্ণ করিয়া দিয়াছি। তদ্রূপ যুক্তির দিক দিয়াও আমি প্রমাণ পূর্ণ করিয়া দিয়াছি। এই কথা লিখিবার আদৌ কোন প্রয়োজন নাই যে, যেভাবে খোদাতা'লা আমাকে দাঁড় করাইয়াছেন, যুক্তি সেই ভাবেরই সমর্থন করে এবং যুক্তির দিক দিয়া এই কথার কোন দৃষ্টান্ত নাই যে, মানুষ ফেরেশতাদের কাঁধে হাত রাখিয়া আকাশ হইতে অবতরণ করিবে। এইরূপ আমি স্বর্গীয় সাহায্য এবং গায়বী লক্ষণ-সমূহ দ্বারা নিজের সত্যতা প্রমাণ করিয়াছি এবং ইহা এরূপ এক ব্যাপার যাহা মানবীয় শক্তির আয়ত্তের বাহিরে। যেমন কেহ সামনা সামনি দাঁড়াইয়া শত্রুর সহিত লড়াই করে তেমনি খোদাতা'লা আমার সাহায্যে এরূপ করিয়াছেন। যেরূপ চূড়ান্ত এবং নিশ্চিতরূপে এখন লোকেরা লক্ষণ দেখিয়াছেন ইহা নবুওয়্যতের যুগের পর কখনও কাহারও চক্ষু দেখে নাই। খোদা খোলাখুলিভাবে স্বকীয় বাহু শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী এবং শক্তি প্রদর্শনের অনেক লক্ষণ দেখাইয়াছেন। দুষ্ট, বিকৃত এবং অপবিত্র স্বভাব বিশিষ্ট লোকেরা খোদার এই সমস্ত লক্ষণকে বিলুপ্ত করিতে চায়; কিন্তু খোদা এই সমস্ত লক্ষণকে জাতিবৃন্দের মধ্যে প্রচার করিবেন এবং সেইগুলির সঙ্গে আরও লক্ষণ যোগ করিবেন। সেই সময় আসিতেছে বরং আসিয়া পড়িয়াছে যখন সেই সমস্ত লোক যাহারা খোদাতা'লা তাঁহার বান্দাদের দ্বারা যে সমস্ত লক্ষণ প্রদর্শন করেন সেইগুলি অস্বীকার করে অত্যন্ত লজ্জিত হইবে এবং তাহাদের সমস্ত অপব্যাখ্যা শেষ হইবে। তাহাদের কোন পলায়নের স্থান থাকিবে না। তখন যে ব্যক্তির মধ্যে সৌভাগ্য এবং পুণ্যের কোন অংশ লুক্কায়িত থাকিবে তাহা প্রকাশিত হইবে। তাঁহারা চিন্তা করিবেন যে, ইহা কিরূপ কথা যে, প্রত্যেক ব্যাপারে আমরা পরাজিত হইলাম। কোরআন হাদিসের উক্তি দিয়া আমরা মোকাবেলা করিতে পারিলাম না। যুক্তি আমাদের কোন সাহায্য করে না। স্বর্গীয় সাহায্য আমাদের সঙ্গী নয়। তখন তাহারা গোপনে প্রার্থনা করিবে এবং খোদাতা'লার করুণা তাহাদিগকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবে। সেই সময় আসিবার পূর্বে খোদাতা'লা আমাকে জানাইয়াছেন, অনেক লোক এরূপ আছে যাঁহারা এখন এই জমাতের বাহিরে এবং খোদাতা'লার জ্ঞানে তাঁহারা এই জমাতের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। এই সমস্ত লোক সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ এলহাম হইয়াছে,

يَخِرُّونَ سُجَّدًا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ -

(অর্থাৎ—তাহারা সেজদায় গিয়া দোয়া করিবে, "হে আমাদের খোদা আমাদিগকে মার্জ্জনা কর, আমরা অপরাধী ছিলাম।"

এক্ষণে আমি এই পুস্তকের উপসংহার এই দোয়া দ্বারা করিতেছি।

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ -

[অর্থাৎ ঃ—হে আমাদের প্রভু! আমাদের এবং আমাদের জাতির মধ্যে ফয়সালা কর এবং তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী—তাহাই হউক। আমীন ঃ —অনুবাদক]

১লা জানুয়ারী ১৮৯৯ ইসাব্দ

★

॥ কোরআন মজিদের উচ্চ মর্যাদা ॥

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)

আমি শুনিয়াছি যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ নাকি 'হাদিসকে' সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করে। যদি কেহ এরূপ করিয়া থাকে, তবে সে মারাত্মক ভুল করিতেছে। আমি কখনও এরূপ করিতে বলি নাই; বরং আমার শিক্ষা এই যে, তোমাদের 'হেদায়েতের' জন্য আল্লাহ্-তায়ালা তিনটি জিনিস দিয়াছেন। সর্বপ্রথম, কোরআন শরীফ, যাহাতে খোদার তৌহীদ (একত্ব), গৌরব এবং মাহাত্ম বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ইহুদী ও নাসারাদের মধ্যে যে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার মীমাংসা করা হইয়াছে।

তদ্রূপ কোরআন শরীফে খোদা ভিন্ন অন্য বস্তুর উপাসনা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, সে কোন মানুষ বা পশুই হউক, চন্দ্র, সূর্য বা কোন নক্ষত্রই হউক, কোন উপায় বা উপকরণই হউক, কিম্বা তাহার নিজ আত্মাই হউক। সুতরাং তোমরা সাবধান হও এবং খোদার শিক্ষা এবং কোরআনের 'হেদায়েতের' বিরুদ্ধে এক পদও অগ্রসর হইও না। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কোরআন শরীফের সাত শত আদেশের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কোরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।

সুতরাং তোমরা কোরআন শরীফকে গভীর মনঃ-যোগ সহকারে পাঠ কর এবং তাঁহার সহিত এরূপ প্রণয় ও অনুরাগের সম্বন্ধ স্থাপন কর, যেরূপ - প্রণয় বা অনুরাগের সম্বন্ধ অন্য কাহারও সঙ্গে কর নাই। কারণ খোদাতায়ালা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, الخير كله فى القرآن 'সর্বপ্রকার মঙ্গল কোরআন শরীফেই নিহীত আছে'; এই কথাই সত্য। ধিক্ ঐ সকল ব্যক্তিকে, যাহারা কোরআন শরীফের উপর অন্য কোন বস্তুকে স্থান দেয়। তোমাদের সমস্ত সফলতা ও মুক্তির উৎস কোরআন শরীফে আছে। তোমাদের এরূপ কোন ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় বিষয় নাই, যাহা কোরআন শরীফে নাই। 'কেয়ামতের' দিন তোমাদের 'ঈমানের' সত্যাসত্যের মানদণ্ড একমাত্র কোরআন শরীফই হইবে। কোরআন শরীফ ভিন্ন আকাশের নিম্নে অন্য গ্রন্থ নাই, যাহা কোরআন শরীফের সাহায্য ব্যতিরেকে তোমাদিগকে 'হেদায়েত' প্রদর্শন করিতে পারে। খোদা তোমাদের প্রতি বহু অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, কোরআন শরীফের ন্যায় ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে, তাহা যদি খ্রীষ্টানদিগকে দেওয়া হইত, তবে তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইত না। এই যে নেয়ামত ও হেদায়েত তোমাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে, তাহা যদি তৌরীতের স্থলে ইহুদীদিগকে দেওয়া হইত, তবে তাহাদের কোন কোন ফেরকা 'কেয়ামতের' অস্বীকার-কারী হইত না। সুতরাং তোমরা খোদা-প্রদত্ত এই 'নেয়ামতের' মর্যাদা উপলব্ধি কর। ইহা অতি প্রিয় নেয়ামত; ইহা এক মহাসম্পদ। যদি কোরআন শরীফ অবতীর্ণ না হইত, তাহা হইলে সমস্ত দুনিয়া অপবিত্র মাংসপিণ্ডের ন্যায় রহিয়া যাইত। কোরআন শরীফের সম্মুখে অন্য সমস্ত ধর্ম-গ্রন্থই তুচ্ছ।

যদি বাহ্যিক বা আভ্যন্তরিণ কোন বিঘ্ন না থাকে, তবে কোরআন শরীফ মানুষকে এক সপ্তাহের মধ্যে পবিত্র করিতে পারে। যদি তোমরা স্বয়ং কোরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও, তবে উহা তোমাদিগকে নবীসদৃশ করিতে পারে। কোরআন শরীফ ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্র পাঠককে সর্বপ্রথমেই এই প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছে এবং এই আশ্বাস দিয়াছে যে—

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم -

'আমাদিগকে সেই পুরস্কার লাভের পথ প্রদর্শন কর, যাহা পূর্ববর্তীগণকে প্রদর্শন করা হইয়াছে, যাঁহারা নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহ্ ছিলেন।'

সুতরাং নিজেদের সাহস বৃদ্ধি কর এবং কোরআন শরীফের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করিও না; কারণ উহা তোমাদিগকে ঐ সকল আশিস্ প্রদান করিতে চায়, যাহা তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে প্রদান করা হইয়াছিল।

খোদাতায়ালা বরং তোমাদের প্রতি অধিকতর অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রাখেন। তিনি তোমাদিগকে তাহাদের ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় সম্পদের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন; কিন্তু 'কেয়ামত' পর্যন্ত তোমাদের উত্তরাধিকারী অন্য কেহ হইবে না। খোদাতায়ালা তোমাদিগকে ওহি, এলহাম, মোকালেমা ও মোখাতেবা (খোদার সহিত বাক্যালাপ) হইতে কখনও বঞ্চিত রাখিবেন না। তিনি পূর্ববর্তী উম্মতকে যে সকল 'নেয়ামত' প্রদান করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ই তিনি তোমাদিগকে প্রদান করিবেন; কিন্তু যে ব্যক্তি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া খোদাতায়ালার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়া বলিবে যে, তিনি তাহার প্রতি 'ওহি' 'নাজেল' করিয়াছেন; অথচ প্রকৃতপক্ষে কোন 'ওহি' তাহার প্রতি অবতীর্ণ হয় নাই, অথবা যে ব্যক্তি বলিবে যে, খোদাতায়ালার সহিত তাহার 'মোকালেমা মোখাতেবা' হইয়াছে, অথচ বাস্তবিক পক্ষে তাহা হয় নাই, আমি তদ্রূপ ব্যক্তি সম্বন্ধে খোদাতায়ালা এবং তাঁহার 'ফেরেস্তাকে' সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, সে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। কারণ সে আপন স্রষ্টার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছে এবং তাঁহার সহিত প্রতারণা করিয়াছে।

আমাদের শিক্ষা'

★

॥ স্বতন্ত্র জামাত কেন ॥

হযরত মীর্যা বশিরুদ্দিন মাহ্মুদ আহ্মদ (রাজিঃ)

যাঁহারা আহ্মদীয়াত সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে এখন কিছু বলিব। তাঁহারা জানেন যে, আহ্মদীগণ তওহীদ বা আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাসী, মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রতিও বিশ্বাসী; কোরআন হাদীস মানিয়া চলে, নামায পড়ে, রোযা রাখে, যাকাত দেয়, হাশর নশর (পুনরুত্থান) বিশ্বাস করে, জাযা সাযা (পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের শাস্তি) হইবে বিশ্বাস করে। ইহাদের আপত্তি এই যে, আহ্মদীগণ একটা নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া অনর্থক মুসলমানদিগের মধ্যে বিভেদ আনিয়াছে।

স্বতন্ত্র জামাত কেন? দুইভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। যুক্তির সাহায্যে এবং আধ্যাত্মিক ভাবে।

যুক্তির দিক হইতে বক্তব্য এই যে, জামাত বলিতে লোক সংখ্যাকে বুঝায় না; হাজার, লক্ষ বা কোটি লোককে বুঝায় না; যাহাদের সমবেত সিদ্ধান্ত ও সাধারণ কার্য্যতালিকা আছে, তাহাদিগকে বুঝায়। পাঁচ-সাত জন লোকেরও একটি জামাত হইতে পারে, যদি তাহাদের সমবেত সিদ্ধান্ত ও সাধারণ কার্য্যতালিকা থাকে। নবুওতের প্রথম দিন মাত্র চারি ব্যক্তি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনিয়াছিলেন। তখনও মুসলমানদিগের একটি জামাত ছিল। তিনি ছিলেন এই জামাতের নেতা এবং পঞ্চম ব্যক্তি। পক্ষান্তরে সংখ্যায় আট দশ হাজার হইলেও মক্কার পৌত্তলিকগণের কোনও জামাত ছিল না; সমগ্র আরববাসীরও কোন জামাত ছিল না। কারণ তাহাদের সমবেত সিদ্ধান্ত এবং সাধারণ কার্য্যতালিকা ছিল না।

আহ্‌মদীগণ স্বতন্ত্র জমাত সৃষ্টি করিয়াছে বলিবার পূর্বে দেখা আবশ্যক যে, মুসলমানদিগের কোনও জামাত আছে কিনা। সারা দুনিয়ার মুসলমানের কোন সমবেত সিদ্ধান্ত ও সাধারণ কার্য্যতালিকা আছে কিনা। ভিতরকার বিবাদ-নিষ্পত্তি করিতে সক্ষম তাহাদের কোন প্রতিষ্ঠান আছে কিনা। আপোসে বিবাদ বিসম্বাদ হওয়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। আনসার ও মুহাজিরদিগের মধ্যেও বিবাদ বাধিত। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মুসলমানদের মধ্যেও বিবাদ দেখা দিত। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর হস্তক্ষেপে এই সকল বিবাদ দূরীভূত হইত। তাঁহার তিরোধানের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের হস্তক্ষেপে এই বিবাদ দূরীভূত হইত। খোলাফায়ে রাশেদীনের পরেও প্রায় সত্তর বৎসর সমগ্র মুসলমান জাতি একই রাষ্ট্রের অধীনে সংহত ছিল। এই রাষ্ট্রকে ভাল-মন্দ যাহাই বলা হউক না, ইহা সমগ্র মুসলিম দুনিয়াকে একই ব্যবস্থার অধীনে সংহত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই রাষ্ট্রের অবসানে মুসলিম দুনিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। একাংশ ছিল স্পেনীয় খলিফাদিগের অধীনে। অপরাংশ ছিল বাগদাদের খলিফাদিগের অধীনে। এই সময়েও মুসলমানদিগের সংহতি বা জামাতের ততটা ক্ষতি হয় নাই। তখনও দুনিয়ার অধিকাংশ মুসলমান একই ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে সংহত ছিল।

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর তিন শত বৎসর পরে মুসলিম সংহতি বা জামাত ভাঙ্গিয়া পড়ে। তিনি বলিয়াছিলেন, 'খায়রুল কুরুনে কর্নি; সুমাল্লাজীনা ইয়ালুনাহুম; সুম্মাল্লাজীনা ইয়ালুনাহুম; সুম্ম ইয়াফশুল কিজবো' অর্থাৎ 'আমার শতাব্দীর লোক উৎকৃষ্টতম; তৎপর তৎসন্নিহিতগণ; তৎপর তৎসন্নিহিতগণ; অতঃপর মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হইবে।' বস্তুতঃ এইরূপই ঘটিয়াছে। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর তিন শত বৎসর পরে বিশ্ব-মুসলিম-সমাজ ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে এবং গত তিন শত বৎসরের মধ্যে তাহাদের পতন চরমে পৌঁছিয়াছে।

মুসলিম জগতের এই অবস্থায় সমবেত সিদ্ধান্ত ও সাধারণ কার্য্য-তালিকা সহ কোন ইসলামী জামাতের উদ্ভব হইলে এ কথা বলা যায় না যে, স্বতন্ত্র জামাত গঠন করা হইয়াছে। বরং এই কথাই বলা যাইতে পারে, জামাত ছিল না, জামাত গঠন করা হইয়াছে।

এমন সময়ও ছিল, যখন এক এক জন মুসলমান বাদশাহের ভয়ে সমগ্র ইউরোপ কাঁপিত। আর এখন সমগ্র মুসলিম জগৎ ইউরোপ আমেরিকার এক একটি শক্তির ভয়ে কাঁপে। মিসর, ইরাক, সউদী আরব, সিরিয়া, লেবানন ও প্যালেষ্টাইনের মিলিত মুসলিম শক্তি ক্ষুদ্র ইসরাইল রাষ্ট্রের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। আমেরিকা ও ইংরেজ ইসরাইলকে সাহায্য করিতেছে সত্য, কিন্তু কথাও ত ইহাই যে, সমগ্র ইউরোপ এক এক জন মুসলমান বাদশাহকে ভয় করিত; আর এখন সমগ্র আরবের সম্মিলিত শক্তি আমেরিকা

ও ইংরেজের পরোক্ষ সাহায্য-পুষ্ট ক্ষুদ্র ইসরাইলের সহিত পারিতেছে না।

বহু মুসলিম রাষ্ট্র আছে, কিন্তু জামাত বা সংহতি বলিতে যাহা বুঝায়, মুসলমানদিগের তাহা নাই। খোদার ফজলে শ্রেষ্ঠতম মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের উদ্ভব হইয়াছে। তবে ইসলাম বা মুসলমান বলিতে পাকিস্তান বুঝায় না; আফগানিস্তান, ইরাক, ইরাণ, আরব, মিশর বা অন্য কোনও মুসলিম রাষ্ট্রকেও বুঝায় না। ইসলাম বলিতে সারা দুনিয়ার মুসলমানের একতা ও সংহতির বন্ধনকে বুঝায়। মুসলমানদিগের মধ্যে তাহা নাই। পাকিস্তান আফগানিস্তানকে ভালবাসে; আফগানিস্তানও পাকিস্তানকে ভালবাসে; কিন্তু তাহারা পরস্পর পরস্পরের সকল কথা মানিতে প্রস্তুত নহে। উভয়ের রাষ্ট্রনীতি পৃথক এবং প্রত্যেকে আভ্যন্তরিণ ব্যাপারে স্বাধীন। ব্যক্তিগত অবস্থাও এইরূপ; প্রত্যেক আফগান স্বতন্ত্র; প্রত্যেক পাকিস্তানী স্বতন্ত্র; প্রত্যেক ইরাকী, ইরানী, মিসরী স্বতন্ত্র। দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানকে একসূত্রে গাঁথিয়া একই সাধারণ পথে পরিচালিত করিবার মত কোনও প্রতিষ্ঠান নাই। ফলকথা বহু মুসলমান রাষ্ট্র আছে; কিন্তু মুসলিম সংহতি বা জামাত নাই। অবশ্য উহাদের মধ্যে খোদার ফজলে অনেক রাষ্ট্র মজবুতও হইতেছে।

মনে করুন পাকিস্তানের নৌবহর ভারত মহাসাগরে পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে; পাকিস্তানের সামরিক শক্তির ভয়ে ভারত ইউনিয়ন কাঁপিতেছে; পৃথিবীর সমস্ত অর্থ কেন্দ্র পাকিস্তানের করতলগত হইয়াছে; পাকিস্তানের প্রভাব আমেরিকা হইতেও বেশী হইয়াছে; ইরান, সিরিয়া, ফিলিস্তিন এবং মিশর প্রভৃতি মুসলিম রাষ্ট্রগুলি পাকিস্তানের সহিত একত্রীভূত হইতে প্রস্তুত হইবে কি? নিশ্চয় না। তাহারা পাকিস্তানের উচ্চ মর্যাদা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবে; উহার সহিত সহানুভূতি দেখাইতে প্রস্তুত হইবে, কিন্তু উহার মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব বিলীন করিতে প্রস্তুত হইবে না।

খোদার ফজলে মুসলিম রাষ্ট্রগুলি উন্নতি করিতেছে। নূতন নূতন মুসলিম রাষ্ট্রের উদ্ভবও হইতেছে। কিন্তু ইহা সত্বেও দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানকে লইয়া এক ইসলামী জামাত নাই। প্রত্যেক রাষ্ট্রই স্বতন্ত্র রাজনীতির অনুসরণ করিতেছে এবং তাহারা পৃথক পৃথক রাজ্যে বিভক্ত। তাহাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য কোন শক্তি নাই।

আরবের মুসলমানদের নাম ইসলাম নয়। সিরিয়ার মুসলমানদের নাম ইসলাম নয়। ইরানের মুসলমানদের নাম ইসলাম নয়। আফগানিস্তানের মুসলমানদের নাম ইসলাম নয়। যখন দুনিয়ার সকল দেশের মুসলমান কোন প্রতিষ্ঠানের অধীনে ইসলামের নামে একত্রিত হয়, তখন উহাকেই ইসলামী জামাত বলা যাইতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে এইরূপ জামাত কায়েম না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের রাজ্য বা রাষ্ট্র থাকিলেও, আমরা ইহা বলিতে বাধ্য যে, মুসলমানদের কোন জামাত নাই।

মুসলমানদিগের রাষ্ট্রিয় সংহতি নাই একথা যেমন সত্য, তদ্রূপ দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানকে একতাবদ্ধ করিবার জন্যও তাহাদের কোন সর্বজন গৃহিত কর্মসূচী নাই। ব্যক্তিগতভাবে কোথাও কাহারো (মুসলমানদের) পক্ষে ইসলামের কোন এক শত্রুর মুকাবিলা করা এক কথা; আর এক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাধীনে সারা দুনিয়ার মুসলমানের পক্ষে সমবেতভাবে ইসলামের সমুদয় শত্রুর প্রতিরোধ করা অন্য কথা। সুতরাং কর্মসূচীর দিক হইতে বিচার করিলেও দেখা যায় যে, মুসলমানদের কোন জামাত নাই।

এই রূপ অবস্থায় যদি কোন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উল্লিখিত দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া যদি তাহারা দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলে এরূপ আপত্তি করা যাইবে না যে, একটি নূতন জামাত গঠন করা গিয়াছে; বরং বলিতে হইবে যে, কোন জামাত ছিল না, এখন এক জামাত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাহারা সন্দেহ করেন

যে, এক নামায, এক কেবলা, এক কোরআন এবং এক রসুল হওয়া সত্বেও আহ্‌মদীগণ পৃথক জামাত কি রূপে প্রতিষ্ঠিত করিল, তাহাদিগকে আমি গভীরভাবে চিন্তা করিতে বলি যে, ইসলামের যখন এক জামাত প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় আসিয়া গিয়াছে, তখন এ কাজের জন্য আর কতদিন অপেক্ষা করা যাইবে? মিশর নিজের জায়গায় নিজ কাজ করিয়া যাইতেছে, ইরান নিজের জায়গায় নিজ কাজ করিয়া যাইতেছে, আফগানিস্তান নিজের জায়গায় নিজ কাজ করিয়া যাইতেছে, অপরাপর মুসলীম রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ জায়গায় নিজ নিজ কাজ করিয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহাদের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও একটি বিরাট ফাঁক ও অভাব রহিয়া যাইতেছে। এই ফাঁক ও অভাব পূরণ করিবার জন্য আহ্‌মদী জামাত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যখন তুর্কিগণ তুর্কি খেলাফতের অবসান করিয়া দিল, তখন মিশরের আলেম সমাজের এক দল মিশরের বাদশাহ্‌কে খলিফা করিবার জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন। (কোন গোপন সূত্রে প্রকাশিত হয় যে, এই আন্দোলন মিশরের বাদশাহ্‌র ইঙ্গিতে হইয়াছিল।) এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মিশরের বাদশাহ্‌কে খলিফাতুল মুসলেমিন পদে প্রতিষ্ঠিত করা এবং এতদ্বারা অপরাপর ইসলামী রাষ্ট্রের উপর মিশরের প্রাধান্য কায়েম করা। সউদী আরব ইহার বিরোধিতা করিয়া প্রচার করিল যে, এই আন্দোলন ইংরাজদের ইঙ্গিতে হইতেছে। মুসলিম দুনিয়ায় খলিফা হইবার অধিকার কাহারো থাকিলে, সে অধিকার একমাত্র আরবের বাদশাহ্‌র আছে। বস্তুতঃ খেলাফত এমন এক প্রতিষ্ঠান যে, উহার দ্বারা সমস্ত মুসলমান একত্রিত হইয়া যায়। কিন্তু যখনই কোন বাদশাহ্‌র সহিত এই খেলাফত সংযুক্ত হইয়া যায়, তখন অপরাপর বাদশাহ্‌গণ তড়িতে প্রমাদ গণিতে থাকে যে, তাহাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বুঝিবা হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। এই জন্যই এই আন্দোলন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই আন্দোলন যখন জনসাধারণের মধ্যে সৃষ্টি হয় এবং উহার পিছনে ধর্মের প্রেরণা কাজ করে, তখন কোন রাষ্ট্রীয় বাধা উহার পথরোধ করিতে পারে না। একমাত্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উহার পথরোধ করিতে পারে।

কোন দেশের রাষ্ট্রপতি খেলাফতের দাবী করিলে অন্যান্য রাষ্ট্রের বিরোধিতার ফলে খেলাফতের আন্দোলন উক্ত রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইবে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিরোধিতার কারণে এই আন্দোলন কোন দেশেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না। প্রত্যেক দেশেই উহা পৌঁছিবে, উহা প্রসার লাভ করিবে এবং শিকড় গাড়িয়া বসিবে; এমন কি, যে সব দেশে ইসলামী রাষ্ট্র নাই, সেখানেও উহা সাফল্যলাভ করিবে। কারণ কোন রাষ্ট্রীয় বাধা না থাকার ফলে প্রথম প্রথম কোন রাষ্ট্রই ইহার বিরোধিতা করিবে না। আহ্‌মদীয়াতের ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য। আহ্‌মদীয়াতের উদ্দেশ্য মুসলমানদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠিত করা। প্রভুত্ব লাভ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। ইংরেজগণ নিজেদের সাম্রাজ্যে সময়ে সময়ে আহ্‌মদীদিগকে বিড়ম্বনা দিয়াছে সত্য; কিন্তু যেহেতু ইহা নিছক ধর্মীয় আন্দোলন সেইজন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কখনও সরকারীভাবে ইহাকে বাধা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই। মোল্লাদিগের চাপে আফগান সরকার সময় সময় আহ্‌মদীদের উপর অত্যাচার করিয়াছে সত্য; কিন্তু আফগান বাদশাহগণ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে ইহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং অনুতাপও করিয়াছেন। অনুরূপভাবে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের জন-সাধারণ, উলেমা এবং উহাদের ভয়ে ভীত হইয়া সরকারপক্ষ কোন কোন সময়ে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু কোন সরকার এই চিন্তা করে নাই যে, এই আন্দোলন আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে উৎক্ষাত করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছে। তাহাদের এরূপ চিন্তা না করা ঠিক ছিল। রাজনীতি করা আহ্‌মদীদের উদ্দেশ্য নহে। আহ্‌মদীয়াত প্রতিষ্ঠার একমাত্র উদ্দেশ্য মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থার সংস্কার করা, এবং তাহাদিগকে একসূত্রে বাঁধিয়া দেওয়া, যেন তাহারা সম্মিলিতভাবে ইসলামের দুশমনদের

বিরুদ্ধে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অস্ত্রের দ্বারা মোকাবেলা করিতে পারে। এই উদ্দেশ্য লইয়া আহ্‌মদী প্রচারকগণ আমেরিকায় যায়। এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে সে দেশে যতখানি বিরোধিতা রহিয়াছে উহার অতিরিক্ত কিছু তাহারা আহ্‌মদী প্রচারকদের বিরুদ্ধে করে না। কিন্তু ধর্মীয় আন্দোলনের প্রশ্নে তাহারা কোন বিরোধিতাই করে নাই। ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ সরকারও এই নীতিই গ্রহণ করিয়াছিল। (১) যখন তাহারা দেখিল যে, রাজনীতির ব্যাপারে তাহারা কোন দখল দেয় না, তখন তাহারা আহ্‌মদীদের সম্বন্ধে গোপনে সংবাদ লইতে থাকে এবং তাহাদিগকে অবজ্ঞার চোখে দেখিতে থাকে; কিন্তু সরকারীভাবে তাহাদের বিরোধিতা করার কোন প্রয়োজনই অনুভব করে নাই। তাহাদের দিক দিয়া এই ব্যবহার ন্যায্য ছিল। আমরা তাহাদের ধর্মের বিরুদ্ধে তবলীগ করিতাম; সুতরাং আমরা তাহাদের সহানুভূতি পাইবার আশা রাখিতাম না। কিন্তু আমরা তাহাদের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে দখল না দেওয়ায়, তাহারা সরকারীভাবে আমাদের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচারণ করে নাই। ইহার ফলে আজ প্রায় সমস্ত দেশে আহ্‌মদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাক-ভারত উপমহাদেশ, আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, মিশর, ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী, ইংলণ্ড, আমেরিকা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি প্রত্যেক দেশেই ছোট বড় জামাত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই সকল দেশের অধিবাসীদের দ্বারাই এই সকল জামাত প্রতিষ্ঠিত। এমন না যে, সেখানে কতকগুলি হিন্দুস্থানী আহ্‌মদী হইয়া গিয়াছে। সেখানকার এমন নিষ্ঠাবান ব্যক্তিও বাহির হইয়াছেন, যাহারা ইসলামের সেবার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন।

জনৈক ইংরাজ লেফটেন্যাণ্ট নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া মোবাল্লেগ হিসাবে ইংলণ্ডে কাজ করিতেছেন। তিনি নিয়মিত নামায পড়েন এবং মদ স্পর্শ করেন না। নিজ শ্রমার্জিত পয়সা দ্বারা তিনি প্রচারপত্র ছাপাইয়া বিলি ও সভা-সমিতি করিয়া থাকেন। তাঁহাকে আমরা যে ভাতা দিয়া থাকি, ইংলণ্ডের বহু দরিদ্র মজুরও তদপেক্ষা অধিক পয়সা রোজগার করিয়া থাকে।

অনুরূপভাবে জনৈক জার্মান সামরিক অফিসারও নিজ জীবন ওয়াক্‌ফ করিয়াছেন। বহু চেষ্টার পর তিনি জার্মানী হইতে বাহিরে আসিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার সুইজারল্যাণ্ডে পৌঁছিবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং তথায় তিনি ভিসার অপেক্ষায় আছেন। তিনি ইসলামের সেবা করিবার অপরিসীম উত্তম অন্তরে পোষণ করেন এবং এই জন্য তিনি পাকিস্তানে আসিতেছেন। (২) এখানে আসিয়া ইসলামের পূর্ণ শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি বিভিন্ন দেশে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিবেন। জার্মানবাসী অপর একজন যুবক লেখক এবং তাঁহার বিদুষী স্ত্রী নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। খুব সম্ভব তাঁহারা অতি সত্বরই এ বিষয়ে মীমাংসা করিয়া ইসলামী শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানে আসিবেন।

হল্যাণ্ডের একজন যুবকও ইসলামের সেবার জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করিতে মনস্থ করিয়াছেন এবং তিনি সম্ভবতঃ শীঘ্রই কোন এক দেশে প্রচারকের কাজে লাগিয়া যাইবেন।

জামাতে আহ্‌মদীয়া একটি ক্ষুদ্র জামাত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু বিবেচনা করিতে হইবে যে, এই ক্ষুদ্র জামাত দ্বারাই ইসলামী জামাত কায়েম হইতে চলিয়াছে।

প্রত্যেক দেশে কিছু সংখ্যক লোক এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া এক বিশ্ব মিলনের ভিত্তি স্থাপন করিতেছে। সকল শ্রেণীর রাজনৈতিক মতবাদীদের মধ্য হইতেও কিছু কিছু লোক ইহাতে আসিয়া শামিল হইতেছে।

এই সমস্ত আন্দোলনের সূচনা ক্ষুদ্রাকারেই আরম্ভ হইয়া থাকে, কিন্তু সময়ে ইহা ত্বরিত শক্তি সঞ্চয় করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে একতা এবং মিলনের বীজ বপনে কৃতকার্য হইয়া যায়। যেমন রাজনৈতিক শক্তি লাভের জন্য রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তেমনি নৈতিক ও ধর্মীয় শক্তি লাভের জন্য দরকার হয় নৈতিক ধর্মীয় দল গঠনের। এই কারণেই জামাতে আহ্‌মদীয়া রাজনীতি হইতে দূরে থাকে, কারণ ঐ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে পরিণামে তাহারা নিজ কাজে অলস হইয়া পড়িবে।

---

(১) এই পুস্তিকা যখন লিখিত হয় তখন ডাচগণ (ওলন্দাজ) ইন্দোনেশিয়ার শাসক ছিল। —অনুবাদক

(২) তিনি এখানে আসিয়া শিক্ষা সমাপন করিয়া বর্তমানে আমেরিকায় মোবাল্লেগ পদে নিযুক্ত আছেন।

॥ খলিফার আহ্বান ॥

ইবনে আবু মুছা

সম্প্রতি রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত মজলিশে শূরার অধিবেশনে হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) জমাতের সকল ভাই-বোনদের প্রতি অধিক হইতে অধিক কোরবানীর জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। হযরত আমিরুল মোমেনীন বলেন যে, বিশ্বের জনসংখ্যার তুলনায় আহ্‌মদীদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। দুনিয়ার সকল আহ্‌মদী যদি ইসলামের পথে তাহাদের সর্বস্বও বিলাইয়া দেয় তথাপি তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি ও অর্থের পরিমাণ আমেরিকা বা রাশিয়ার ধন-সম্পদের সমতুল্য হইবে না। কিন্তু এই বলিয়া আহ্‌মদীগণ যদি মনে করে যে, তাহাদের সকলের সর্বস্ব দিয়াও যদি বর্তমান সময়ে জমাতের অগ্রগতি তথা ইসলামকে বিশ্বময় প্রচারের সকল প্রয়োজন না পূরণ হয় তাহা হইলে কোরবানী করিয়া কি হইবে; তাহা হইলে ইহা মারাত্মক ভুল হইবে। হুজুর বলেন যে, আল্লাহ্‌তালা কোরবানীর পূর্ণতা দেখিতে চাহেন। আহ্‌মদীগণ যখন দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত এই কথা বলিতে পারিবে যে, হে আল্লাহ্‌ আমাদের যতটুকু করার সাধ্য ছিল আমরা তোমার পথে তাহা পরিপূর্ণরূপে পালন করিয়াছি তখনই তাহাদের কোরবানী পূর্ণ হইয়াছে বলা যাইবে। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের কর্তব্যের পূর্ণ পালন দেখিতে চান। তাঁহার নিকটে ধন-সম্পদ এবং শক্তি কোন কিছুরই অভাব নাই। তাঁহার পথে যে জাতি কোরবানীর চরম পরাকাষ্ঠা দেখায় তাহারা সংখ্যায় যতই নগণ্য হউক না কেন, তাহারা যতই দীন হইতে দীন হউক না কেন, আল্লাহ্‌তালা তাহাদেরকেই বাছিয়া লন এবং তাহাদের বিজয়কেই নির্দিষ্ট করিয়া দেন।

হুজুর বলেন যে, আল্লাহ্‌তা'লা আহ্‌মদীদের নিকট কোরবানীর শ্রেষ্ঠ নমুনা চাহেন। তাহাদের ত্যাগে কি পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হইল ইহা তাঁহার দ্রষ্টব্য নহে। কারণ আল্লাহ্‌তালা অর্থের কাঙ্গাল নহেন। তাঁহার কাছে কোন সম্পদেরই অভাব নাই। তিনি যে জাতির হাতে বিজয়ের চাবী-কাঠি দিবেন তাহাদের আন্তরিকতা দেখিতে চাহেন মাত্র।

আল্লাহ্‌তা'লার খলিফা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি জমাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার এই আহ্বানে 'সরলতা, বিশ্বাস ও আন্তরিকতার সহিত সাড়া দেওয়ার মধ্যেই আজ ইসলাম ও আহ্‌মদীয়াতের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। মুষ্টিমেয় আহ্‌মদীর উপর সমগ্র বিশ্বের ইসলাহের যে গুরুভার অর্পিত হইয়াছে তাহা বহনের ক্ষমতা আমাদের মোটেই নাই। আমরা যদি আল্লাহ্‌তা'লার পথে কোরবানীর চরম পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারি, তাহা হইলে আল্লাহ্‌তালা বিশ্বের সকল সম্পদকে আমাদের করতলে আনিয়া দিবেন এবং সমগ্র বিশ্বের অধিবাসী পতঙ্গের ন্যায় আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিবে। আল্লাহ্‌তা'লা এই মুহূর্তে আমাদের কাছে যাহা চান তাহা হইল আমাদের আন্তরিকতা এবং ত্যাগের শ্রেষ্ঠ নমুনা। আল্লাহ্‌তা'লা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন যে, বান্দা পশু জবেহ করিয়া যে কোরবানী দেয়, সেই পশুর মাংস ও রক্ত তাঁহার কাছে পৌঁছে না। তাঁহার নিকট পৌঁছে শুধু মোমেনের হৃদয়ের আন্তরিকতা। সুতরাং আমাদের কোরবানী যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন আমরা সাধ্যানুসারে পূর্ণভাবে ইহা করিয়াছি কিনা তাহাই দ্রষ্টব্য। হৃদয়ের নিংতিতে মাপিয়া যদি আমরা হযরত আকদাসের এই উপদেশকে নিজেদের জীবনে পালনের চেষ্টা করি তবেই আমরা আমাদের কর্তব্য যথার্থভাবে পালন করিয়াছি বলিয়া আল্লাহ্‌তা'লার হুজুরে পেশ করিতে পারিব। আর আমাদের কর্তব্য যথার্থ পালনের মধ্যেই ইসলাম ও আহ্‌মদীয়াতের বিজয় উতপ্রোতভাবে জড়িত।

পাক-বাংলার আহ্‌মদীগণ চাঁদা এবং অন্যান্য কোরবানীর ক্ষেত্রে অত্যন্ত অনগ্রসর। সমগ্র বিশ্বের সংশোধনের ভার বাঙালী আহমদীদের স্কন্ধেও সমভাবে ন্যাস্ত এই কথা আমাদের ভুলিয়া গেলে চলিবে না। সুতরাং হযরত আকদাসের এই আহ্বানে সাড়া দিয়া আজ আমাদেরকেও আমাদের দায়ীত্ব পুরাপুরিভাবে পালন করিতে হইবে। তবেই আমরা নিজেদের কর্তব্য পালন করিয়াছি বলিয়া আল্লাহ্‌তালার হুজুরে পেশ করিতে পারিব। আল্লাহ্‌তালা আমাদিগকে তাঁহার খলিফার আহ্বানে সাড়া দানের তৌফিক দিন। আমিন!

★

॥ আহ্‌মদী জগৎ ॥

"আমি তোমার প্রচারকে দুনিয়ার কোণায় কোণায় পৌঁছাইব।"

ইলহাম—হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)

সংগ্রহ :—এ. টি. চৌধুরী।

১। মালয়েশীয়া হইতে মিশনারী ইনচার্জ মোকররম বশারত আহ্‌মদ আমরুহী জানাইতেছেন যে, সেখানে তবলীগের কাজ রীতিমতই চলিতেছে। গত ঈদুল ফিতরের নামাজে আহ্‌মদী ব্যতীত বহু গয়ের আহ্‌মদীও যোগদান করিয়াছিলেন, খোদার ফজলে ইহাদের মধ্যে একজন বয়েত করিয়াছেন।

২। মোম্বাসা হইতে মিশনারী মোকররম রওশন উদ্দীন আহ্‌মদ জানাইতেছেন যে, সেখানে বহু লোককে মৌখিক ও প্রচার পুস্তক দ্বারা তবলিগ করা হইয়াছে। বিখ্যাত আলেম শেখ আলভী এবং চীফ কাজী মোহাম্মদ বিন কাসেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তবলিগী আলাপ-আলোচনা করা হইয়াছে। মোম্বাসা মসজিদে নিয়মিত কোরআনের দরস হইতেছে। ঐখানে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

৩। আমাদের চীনা মোবাল্লিগ মোকররম মোহাম্মাদ উসমান চীনী গত ১৩।৪।৬৬ তারিখে সমুদ্রপথে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সিঙ্গাপুর যাত্রা করিয়াছেন। তিনি পনের বৎসরকাল রাবওয়াতে অধ্যয়ন করিয়া শাহেদ ডিগ্রী লাভ করেন।

৪। মোকররম মুনির উদ্দীন আহ্‌মদ এম. এ. ও মোকররম হাফেজ মোহাম্মাদ সোলায়মান ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে গত ১৭।৪।৬৬ করাচী হইতে জাহাজ যোগে পূর্ব আফ্রিকা যাত্রা করিয়াছেন।

৫। চলতি মাসের ছয় তারিখ (৬।৫।৬৬) ডেনমার্কের কোপেন হেগেন সহরে একটি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হইতেছে। পাকিস্তানের আহ্‌মদী মহিলাগণ এই পর্যন্ত ২ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯ শত ৪ টাকা এই মসজিদ ফাণ্ডে আদায় করিয়াছেন। সর্বমোট সোয়া তিন লক্ষ টাকা এই মসজিদ নির্মাণে ব্যয় হইবে।

৬। মোকররম মোহাম্মাদ ইসমাইল মুনীর ও মোকররম নজীর আহ্‌মদ বশির ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে যথাক্রমে মরিশাস ও ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন।

৭। নাইজেরীয়ার মিশনারী ইনচার্জ মোকররম নছিরুদ্দীন আহ্‌মদ এম. এ. জানাইতেছেন যে, বিগত বিপ্লবে জমাতের কোন ক্ষতি হয় নাই। বর্তমানেও তবলিগের কাজ রীতিমত চলিতেছে। প্রকাশ থাকে যে, বিদ্রোহীদের হাতে নিহত উজিরে আজম স্যার আবু বকর তাফেওয়া বালেওয়া এবং স্যার আহ্‌মাদু বেল্লু আহ্‌মদীয়ার অকৃত্রিম বন্ধু এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের শাহাদাতের ফলে আফ্রিকার মুসলমানগণ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

৮। করাচী হইতে জনাব চৌধুরী মোহাম্মাদ হোসেন জানাইতেছেন যে, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র বিশ্ব বিখ্যাত আহ্‌মদী বৈজ্ঞানিক ডাঃ আবদুস সালামের লণ্ডনে যে অপারেশন হইয়াছিল, খোদার ফজলে বর্তমানে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

৯। পশ্চিম জার্মানী হইতে ভারপ্রাপ্ত মিশনারী এবং হামবুর্গ মসজিদের ইমাম মোকররম চৌধুরী আবদুল লতিফ জানাইতেছেন যে, প্রতি বৎসরের ন্যায়

এইবারও শান-শওকতের সহিত ঈদুল ফিত্‌র উদযাপিত হইয়াছে। স্থানীয় টেলীভিশনে ঈদুল ফিত্‌র নামাজের দৃশ্য প্রদর্শন করা হয়।

১০। বিগত ২০।২।৬৬ তারিখে ইংলণ্ডের HUDDERS FIELD জমাতে মুসলেহ মওউদ দিবস পালন করা হয়।

১১। কেনিয়ার ভারপ্রাপ্ত মিশনারী মোকররম সুফী মোহাম্মাদ ইসহাক জানাইতেছেন যে, পত্রিকা এবং রেডিও মারফত তবলিগ হইতেছে। বহু প্রচার পুস্তিকাও বিতরণ করা হইয়াছে। তিন জন বয়েত করিয়াছেন।

১২। সিঙ্গাপুরের মিশনারী ইনচার্জ মোকররম মোহাম্মাদ সিদ্দিক জানাইতেছেন যে, প্রেসিডেন্ট কেনেডির ভ্রাতা সিনেটর এডওয়ার্ড এম. কেনেডিকে জমাতের তরফ হইতে ইসলামী পুস্তকাদি দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাকে ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত দেওয়া হইয়াছে।

১৩। মরিশাস জমাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুস সাত্তার সুকিয়া তিন মাস কাল রাবওয়াহ্‌ অবস্থানের পর স্বপরিবারে মককায় হজ্ব উদযাপনের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবেন। তিনি গত সালানা জলসা উপলক্ষে পাকিস্তানে আগমন করিয়াছিলেন।

১৪। লণ্ডন মসজিদের ইমাম মোকররম বশির আহ্‌মদ রফিক জানাইতেছেন যে, এই বৎসর মসজিদে জায়গার অভাবে ঈদুল ফিত্‌রের নামাজ টাউন হলে আদায় করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার চৌদ্দ শত নামাজি ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন। মহিলাদের জন্য পর্দার ব্যবস্থা করা হয়। নামাজের পর হাল্‌কা পাকিস্তানী খাদ্য পরিবেশন করা হয়।

★

॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল ॥

মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী

কোরআন শরীফ নাজেলের ১৪ শত বর্ষ ঃ

কোরআন শরীফ নাজেলের ১৪ শত বর্ষ পূর্ণ হওয়া অনুষ্ঠানের জন্য ফিলিপিনে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হচ্ছে। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ইহা অনুষ্ঠিত হবে। কোরআন শরীফের ভক্তগণের নিকট নিঃসন্দেহে ইহা একটি সুখবর। মোসলেম জগতের অধঃপতনের প্রধান কারণ হলো কোরআন করীমের শিক্ষা হতে দূরে সরে যাওয়া। মুসলমানদের হৃত গৌরব ফিরে পেতে হলে, দুনিয়াকে আবার আল্লামুখী করতে হলে প্রথমে তাদেরকে কোরআনের শিক্ষা ও রসুল করীম (সাঃ)-এর জীবনীর সাথে ঘনিষ্ট পরিচয় করতে হবে। এই পরিচয় লাভের একটি পথ হলো কোরআনের শিক্ষাকে নিজেদের বুঝতে হবে, অন্য দেরকেও বুঝানোর জন্য সচেষ্ট হতে হবে। কোরআন করীমের ১৪ শত বৎসর পূর্ণ হওয়ার অনুষ্ঠান প্রতি-পালনের জন্য সমগ্র মোসলেম জাহানের এগিয়ে আসা উচিত। এই উপলক্ষে এমন একটি প্রোগ্রাম গ্রহণ করা

দরকার, যার দ্বারা মুসলমান ও অমুসলমান সবাই উপকৃত হতে পারে। কারণ কোরআন শরীফ বিশ্বগ্রন্থ। বিশ্ববাসীকে মঙ্গলের দিকে আহ্বান জানানোর দায়িত্বও কোরআন শরীফের ভক্তগণের উপরে। এই দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে খোদার নিকট জবাবদিহী হতে হবে, একথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

এদের হ'লো কি ঃ

এক খবরে প্রকাশ ঢাকা জিলার মানিকগঞ্জ মহকুমাস্থ নওখণ্ডা গ্রামের কতিপয় লোক বেলায়েত আলী নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে মহরম পর্ব উপলক্ষে মাটি দিয়া হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মূর্তি তৈয়ার করে। ঐ মূর্তির গলায় ফুলের মালা পরায় এবং মূর্তির আসনের নীচে একটি গর্তে দুধ ঢালে। মা ফাতেমার শিরনি করবে বলে গ্রামের লোকদের বাড়ী হতে চাউল, দুধ, এবং পয়সা সংগ্রহ করে।

ব্যাপারটি বড়ই হৃদয় বিদারক। যে মহরমের শোক উপলক্ষে এরূপ করা হয়েছে—এর চেয়ে ইহা কম শোকাবহ নহে। যে নবী করীম (সাঃ) মূর্তিপূজা দুর করতে জীবনভর বিরামহীন সংগ্রাম করে গেছেন, তাঁর প্রিয় দুহিতারই মূর্তি তৈয়ার করা হলো পূজার জন্য। এসব মুসলমানদের অধঃপতন কোন স্তরে নেমেছে তা ভাবতেও মন শিহরিয়া ওঠে।

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। রসুল করীম (সাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। কিন্তু অধঃপতনের দিক দিয়ে তাঁর উম্মতগণ অন্যান্য নবীদের উম্মতদের চেয়ে কোন অংশেই পেছনে নেই। এমনটি কেন হলো? পাক কোরআন ছাড়া কোন কিতাবই পূর্ণতার দাবী করে না। সুতরাং প্রশ্ন জাগে পূর্ণ কিতাবের অণুসারীরাও কেন অধঃপতনের অতল তলে ডুবে যাচ্ছে? মৌলবী মৌলানাগণ নায়েবে রসুলের দাবী করতে কসুর করেন না। তারাও সমাজকে শিরকের অনাচার হতে রক্ষা করতে পারলেন না।

এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জওয়াব একমাত্র আহ্‌মদী জামাতই দিতে পারে। এই জামাতই বিশ্বাস করে যে, যুগে যুগে মানুষের অধঃপতন হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। অধঃপতনের স্রোত রুখার জন্যই আল্লাহ্‌তা'লা নবী রসুল পাঠিয়ে থাকেন। মনগড়াভাবে মানুষ যখন এই দরজা বন্ধ করে দেয় তখনই অধঃপতনের স্রোত প্রবল হয়ে ওঠে।

এ যুগেও আল্লাহ্‌তালা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে পাঠিয়েছেন অধঃপতিত মানবতাকে উদ্ধার করতে। পূর্ণ কিতাব ও শ্রেষ্ঠ রসুলের পায়রবিতে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) নবুওতের দরজা হাসেল করেছেন। জমানার মামুরকে হেলা করে নয়, গ্রহণ করেই ব্যক্তি ও জাতি শিরক মুক্ত হয়ে রুহানিয়তে তরক্কি করতে পারে।

এরাই সভ্যতার অগ্রদূত ঃ

মিঃ ফুলব্রাইট আমেরিকার একজন বিশিষ্ট নেতা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর মতের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ভিয়েতনামে মার্কিন নীতির সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন: "সায়গণ আজ মার্কিন গণিকালয়ে পরিণত হয়েছে। মার্কিন সামরিক কর্মচারীদের সায়গণ গমণ অব্যাহত থাকায় শুঁড়ী-খানার মেয়ে, বেশ্যা, মেয়েদের দালাল, শুঁড়ীখানার মালিক ও মোটর চালকদের উপার্জন শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছিয়াছে।" মিঃ উইলিয়ম ফুলব্রাইট জন হপকিনস বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় উপরোক্ত দাবী করেন।

এ নিয়ে সমালোচনার তেমন কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না; এরাই বর্তমান সভ্যতার অগ্রদূত বলে গলা ফাটিয়ে দাবী জানায়। অথচ এদের আচরণে সভ্যতার কি নগ্ন ছবিই না ফুটে

উঠেছে। এরূপ চরিত্রের অধিকারী হয়ে ওরা কমিউনিজম হতে দুনিয়াকে রক্ষা করার দায়িত্বভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে।

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, দুনিয়া কোন জাতিকে শুধু ইহার সামরিক শক্তি ও অর্থবল দ্বারা বিচার করে না। জাতীয় আচরণ ও চরিত্র দ্বারাই প্রধানতঃ কোন জাতির বিচার হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়। জাতীয় চরিত্রের অধঃপতনই প্রধানতঃ জাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে।

ভিয়েতনামে মার্কিন কর্মচারীরা সভ্যতার যে আলোক-বর্তিকা জ্বালিয়ে চলেছে তাতে শুধু সেখানে নয়, তাদের নিজেদের দেশেও হয়ত অদূর ভবিষ্যতে অন্ধকার নেমে আসবে; তাদের সভ্যতার শলিতা ফুরিয়ে যাবে।

★

॥ হাদীসুল মাহ্‌দী ॥

আল্লামা জিল্লুর রহমান

উপক্রমণিকা

يحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول
الا كانوا به يستهزئون *

আল্লাহ্ বলিতেছেন—"হায়! বড়ই পরিতাপের বিষয় মানবের জন্য, তাহাদের কাছে কোনই প্রেরিত পুরুষ আগমন করেন নাই যাহাকে নিয়া তাহারা হাঁসি বিদ্রূপ না করিয়াছে।"

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তালা প্রত্যেক অধর্মের প্রভাবের যুগে মানুষের মধ্য হইতেই মহাপুরুষগণকে নিযুক্ত করিয়া মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন; নিজ বাণী দ্বারা তাঁহাদিগকে কল্যাণ-মণ্ডিত করিয়া জগতের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত করিয়াছেন; তাঁহাদের আবির্ভাবের ফলেই অধর্মের বিনাশ সাধন হইয়া জগতে পুনঃ ধর্ম-ভাব সংস্থাপিত হইয়াছে। মানুষের স্রষ্টা মানুষকে শয়তানের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বার বার এবং বহু বার তাহা করিয়াছেন।

কথিত আছে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর এই মানব-জগতে মানুষকে অধর্মের পঙ্কিল কূপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু অধর্ম প্রভাবিত মানুষ প্রতিবারই তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাই আল্লাহ্ বলিয়াছেন—

يحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول
الا كانوا به يستهزئون *

বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম কল্যাণ, মানব-জগতের শেষ এবং পূর্ণ ধর্মের প্রবর্তক, বিশ্বব্যাপী মহা জাতীয়তার অগ্রদূত, বিশ্ব-মানবতার পূর্ণ আদর্শ, রহ্‌মতুল্লীল-আলামীন, খাতা-মুন্নবীয়ীন, হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) মানব-জগতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন—

عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم يوشك ان يأتى على الناس زمان
لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران

الا رسمه مساجدهم عامرة و هى خراب من الهدى علمائهم شر من تحت اديم السماء من عندهم تخرج الفتنة و فيهم تعود —

"হযরত আলী হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, ভবিষ্যতে মানবের প্রতি এমন এক সময় আসিয়া উপস্থিত হইবে যে, ইস্‌লামের নাম ছাড়া আর কিছুই 'বাকী' থাকিবে না, এবং কোরআনের লিখা ও বাহ্যিকতা ছাড়া আর কিছুই 'বাকী' থাকিবে না, তাহাদের মসজিদগুলি খুব সজ্জিত ও আবাদ হইবে, কিন্তু উহাতে প্রকৃত ধর্ম-ভাব থাকিবে না, তাহাদের আলেমগণ আকাশের নিচের সকল প্রাণী হইতে নিকৃষ্টতম হইবে, তাহারাই বিবাদের সৃষ্টি করিবে এবং তাহাদেরই মধ্যে বিবাদ প্রত্যাবর্তন করিবে।" (মিশ্‌কাত, কিতাবুল-এলম্‌)।

আঁ-হযরত (সাঃ) আরও বলিয়াছেন—

عن عطاء بن يسار عن ابى سعيد رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود و النصرى قال فمن *

"আবু সায়ীদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই তোমরা পদে-পদে তোমাদের পূর্ববর্তিগণের অনুসরণ করিবে, একটি মাপ কাঠি যেমন আর একটি মাপ কাঠির সমান হয় এই রকম তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তিগণের সমতুল্য হইবে, এমন কি, তাহারা যদি কোন গোসর্পের গর্তে প্রবেশ করিয়া থাকে তোমরাও তাহাই করিবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কি ঈহুদী ও নাছারা? হযরত বলিলেন, তবে আর কে!" কোরআন ও হাদিসে এই রকম আরও বহু ভবিষ্যদ্বাণী আছে যাহাতে মোসলমান জাতির ধর্মচ্যুত হইয়া পতিত হইবার কথা বর্ণিত হইয়াছে।

এই অধঃপতিত যুগের মোসলমান জাতির পুনরুদ্ধার ও জগতে ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্‌র তরফ হইতে এক মহাপুরুষের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীও আল্লাহ্‌র কালাম এবং রসুলুল্লাহ্‌র হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে।

আঁ-হযরত (সাঃ) সেই আগমনকারী মহাপুরুষকে ইমাম মাহদী, মসিহ্‌, ইসা, ইবনে-মরিয়ম নামে অভিহিত করিয়াছেন। ধর্মপ্রাণ মোসলমানগণ সরল প্রাণে এই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের বহু দিন ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

বর্তমানে—আমাদের এই জামানায়—১৩শ শতাব্দীর শেষ ও ১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাঞ্জাবের 'কাদিয়ান' নামক পল্লীতে হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) উক্ত প্রতিশ্রুত মসিহ্‌ ও ইমাম মাহ্‌দী হইবার দাবী করিয়াছেন।

এই প্রবন্ধের শিরোণামায় উল্লেখিত আয়াত অনুযায়ী দুনিয়ার অধিকাংশ মুন্সি-মোল্লা, পীর-পুরোহিত, মৌলবী-মৌলানা ইত্যাদি ধর্মযাজকগণ এবং তাঁহাদের প্রতি-অন্ধ-বিশ্বাসী মুরিদান, তাবেদারগণ এই দাবীকারকের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাঁহার প্রতি শত্রুতা সাধনে নিজেদের যাবতীয় শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে ও করিতেছে এবং যাহাতে তাঁহার দাবী গৃহীত না হয় সেই জন্য হিমালয় সদৃশ বাধার সৃষ্টি করিয়াছে ও করিতেছে। কিন্তু তথাপি কোরআন ও হাদিসে অভিজ্ঞ বহু ধর্ম্ম-প্রাণ মোসলমান ও বিভিন্ন ধর্ম্মের সত্যানুসন্ধিৎসু সুধীজন তাঁহার দাবীর সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন এবং প্রাণের সবখানি ভক্তি ও ভালবাসা দিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া ইসলাম-উদ্ধার ও ইসলাম-প্রতিষ্ঠার জেহাদে-কবীর (তবলীগ) ও জেহাদে-আকবরে (আত্ম-শুদ্ধিতে) আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

বিরাট মোসলমান জাতির তুলনায় তাঁহারা সংখ্যায় অল্প হইলেও জগতের প্রত্যেক প্রান্তে তাঁহাদের ধ্বনি

প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ক্রমে প্রত্যেক দেশ ও জাতি হইতে ধর্ম্মপিপাসুগণ আসিয়া এই ঐশী-প্রেরিত মহাপুরুষের পতাকাতলে সমবেত হইতেছেন, এবং ইসলাম তথা বিশ্ব-মানবতার বিজয়-অভিযানে যোগদান করিতেছেন। প্রতিশ্রুত মসিহ্ মাহ্‌দী (আঃ)-এর পতাকাতলে যাঁহারা সমবেত হইয়াছেন তাঁহারাই আজ আহ্‌মদী নামে পরিচিত।

আল্লাহ্-প্রেরিত মহাপুরুষগণ যে সমস্ত উজ্জ্বল নিদর্শন, অকাট্য প্রমাণ, অখণ্ডনীয় যুক্তি, অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ও স্বতঃসিদ্ধ মীমাংসার উপর নিজেদের দাবীর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন, দুঃখের বিষয় বিরুদ্ধবাদিগণ ঐ দিক্ দিয়া মোটেই আলোচনা করিতে চান না। তাঁহারা কতকগুলি সন্দিগ্ধ রেওয়ায়েত, ভিত্তিহীন কিংবদন্তি ও ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দগত কুট-তর্কের আবরণে সত্যকে ঢাকিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বুঝেন না, বা বুঝিয়াও চাপিয়া রাখিতে চান যে, সন্দিগ্ধ রেওয়ায়েত, ভিত্তিহীন কিংবদন্তি ও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলিই আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাপুরুষগণের সত্যতার শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ নয়। শাস্ত্রোল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলিই যদি নবীদের সত্যতার একমাত্র প্রমাণ হইত তাহা হইলে যাঁহারা কোন ধর্ম-শাস্ত্রের অধীন নহেন, অর্থাৎ আহ্‌লে-কেতাব নহেন, তাঁহাদিগকে মানাইবার উপায় কি? বরং—

ع افتاب آمد دلیل آفتاب

"সূর্য্যই সূর্য্যের অস্তিত্বের জলন্ত প্রমাণ',—অনুযায়ী উজ্জ্বল নিদর্শন, স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তে ও অভ্রান্ত মীমাংসার উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁহাদের মহান ব্যক্তিত্বই তাঁহাদের দাবীর সত্যতার অখণ্ডনীয় প্রমাণ। হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ-এর দাবীর সত্যতা কি পূর্ব-কথিত ভবিষ্যদ্বাণী ও নকলী রেওয়ায়েতের উপর নির্ভর করিয়াছিল? তাহা হইলে ত আঁ-হযরত (সাঃ)-কে যে-সমস্ত হতভাগা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই তাহাদিগকে কোনই দোষ দেওয়া চলে না। তাহারা বলিতে পারে যে, আঁ-হযরতের সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য পূর্ব হইতে এমন কোন নিশ্চিত কথা আমাদের জানা ছিল না, অথবা এমন কোন কিতাব আমাদের কাছে ছিল না, যাহার প্রত্যেকটি কথা অভ্রান্ত। অতএব আঁ-হযরতের দাবী সত্য বলিয়া আমরা কি করিয়া নিশ্চিত হইতে পারি? এই রকম লোকের উত্তরে প্রত্যেক ইমানদার মোসলমান যাঁহারা হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর সত্যতা সত্য-সত্যই প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিয়াছেন, বলিবেন—آفتاب آمد دلیل آفتاب—তাঁহার দাবীর সত্যতা বাইরের কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করে না; বরং তিনি তাঁহার মহান ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এমন কতকগুলি উজ্জ্বল নিদর্শন, স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত ও নির্ভুল যৌক্তিকতার উপর যে, তাঁহার দাবীর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনই ফাঁক নাই। প্রত্যেক ন্যায়-বিচারক বিবেক তাঁহার সত্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য। কাজেই যে-সমস্ত হতভাগা আঁ-হযরতের সত্যতা অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা নিজের বিবেকের কাছে এবং এই জন্যই আল্লাহ্‌র কাছেও ভীষণ অপরাধে অপরাধী।

অতএব পূর্ব-কথিত নকলী রেওয়ায়েত, কিংবদন্তি ও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ছাড়াও আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাপুরুষগণের সত্যতা প্রমাণ করিবার মত জলন্ত নিদর্শন, স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত ও নির্ভুল যৌক্তিকতা তাঁহাদের সঙ্গে বিদ্যমান থাকে—যাহা কোরআন-শরীফ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য সমগ্র বিশ্বের অগণিত ভবিষ্যতের মানুষের বিবেকের কাছে পেশ করিয়াছে। সুতরাং আমরা কোরআন-শরীফে পেশ-করা সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা করিবার নির্ভুল ও অখণ্ডনীয় প্রমাণগুলির সাহায্যে আলোচ্য দাবী-কারকের দাবী সম্বন্ধে নিশ্চিত মীমাংসায় পৌঁছিতে পারি।

কিন্তু বিরুদ্ধবাদাগণ এই সহজ ও সরল পথে না আসিয়া কতকগুলি সন্দিগ্ধ রেওয়ায়েত, ভিত্তিহীন কিংবদন্তি ও ভবিষ্যদ্বাণীগুলির ভ্রান্ত অর্থ উপস্থিত করিয়া বিষয়টাকে জটিল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। ফলে সর্বসাধারণ সহজে নিশ্চিত মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারে না। কোরআন শরীফে পেশ করা অকাট্য প্রমাণাদির দিকে না আসিয়া তাহারা সন্দিগ্ধ ও বিতর্কিত কথাগুলি উপস্থিত করিয়া জটিলতার সৃষ্টি করেন কেন? ইহার উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

যাহা হউক, আমরা এই পুস্তকে বিরুদ্ধবাদী মৌলানা সাহেবের কুটতর্কের জাল ছিন্ন করিয়া, কোরান-শরীফে পেশ-করা অকাট্য যুক্তিগুলির সাহায্যে কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহে-মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব—

وما توفيقى الا بالله

হযরত মসিহে-মওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে এই জমানার বহু লোক বহু কিছু লিখিয়াছেন, আহ্‌মদীগণও তাহাদের যথা-বিহিত উত্তর প্রদান করিয়াছেন। বিরুদ্ধবাদীদের বিভিন্ন ব্যক্তি একই রকমের একই ধরণের ও একই আপত্তি বার-বার পেশ করিয়াছে, এবং বার বারই তাহাদের সংক্ষেপ ও বিস্তারিত উত্তর দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের বিখ্যাত ওয়ায়েজ মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব তাঁহার পীর ফুরফুরা নিবাসী মৌলানা আবু বকর সাহেবের সমর্থন লইয়া "কাদিয়ানী রদ" নামক একখানা পুস্তক লিখিয়া পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত করিয়াছেন। এই পুস্তকখানাতেও তিনি পূর্ব-প্রকাশিত বিরুদ্ধ পুস্তকাদিরই অনুসরণ করিয়াছেন।

যে-সমস্ত উর্দ্দু পুস্তকাদি হইতে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এতেরাজ ও আপত্তিগুলি নকল করিয়াছেন, তিনি যদি আর এতটুকু তক্‌লীফ স্বীকার করিয়া উহাদের উত্তরগুলিও দেখিয়া লইতেন তাহা হইলে আমার বিশ্বাস ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকিলে তাঁহাকে আর এই পাঁচ খণ্ড পুস্তক "কাদিয়ানী রদ" লিখিবার তক্‌লিফ গাওয়ারা করিতে হইত না। যাহা হউক, তিনি যখন এত তক্‌লীফ স্বীকার করিয়াছেন এবং বাঙ্গালার সরল-প্রকৃতি লোকদিগকে বিপথগামী করিবার পথ প্রস্তুত করিয়াছেন, আমরাও মৌলানা সাহেবের এই পাঁচ খণ্ড বইয়ের উত্তরে এই পুস্তকখানা প্রণয়ন করিয়া সরল-হৃদয় ধর্ম-প্রাণ বাঙ্গালীদের খেদমতে প্রকৃত সত্য উপস্থিত করিলাম।

اللهم ارنا الحق حقا و الباطل باطلا

"হে আমাদের আল্লাহ্! আমাদিগকে সত্যকে—সত্য রূপে এবং অসত্যকে অসত্য রূপে দেখাইয়া দাও"—

আমীন।

শাস্ত্রীয় মীমাংসার মূল-নীতি

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব প্রমুখ বিরুদ্ধবাদী আলেমগণ প্রতিশ্রুত মসীহ্ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর দাবী খণ্ডন করিতে যে সমস্ত হাদিস, তফ্‌সীর, ইমান ও আকায়েদ সম্বন্ধীয় কথার অবতারণা করিয়া থাকেন ও করিয়াছেন, তৎ-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে ইসলামী আকায়েদ ও শাস্ত্রীয় মূল-নীতি—বিশেষতঃ হাদিস-শাস্ত্রের গোড়ার কথা উল্লেখ করা দরকার। এই শাস্ত্রীয় মূল-নীতি ও আকায়েদ সম্বন্ধীয় মৌলিক কথাগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আলোচনা করিলে বিতর্কিত বিষয়ে কোন স্থির-সিদ্ধান্তে পৌঁছা সহজ হইবে।

বিরুদ্ধবাদী মৌলবী-মৌলানাগণ আহ্‌মদীয়া মত-বাদের বিরুদ্ধে, কিছু লিখিতে বা বর্ণনা করিতে জ্ঞানের অভাব বশতঃই হউক, বা ইচ্ছা করিয়াই হউক, ইসলামী আকায়েদ সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় মূল-নীতি ও হাদিস শাস্ত্রীয় মৌলিক কথাগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। পাঠকের সুবিধার জন্য আমরা নিম্নে আলোচ্য বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট কতকগুলি ইসলামী আকায়েদ ও হাদিস সংক্রান্ত মূল-নীতির উল্লেখ করিতেছি। এই মূল-নীতিগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আলোচনা করিলে এই আলোচনা সহজ হইবে।

(১)

একমাত্র আল্লাহ্‌র কালাম ও আল্লাহ্‌র রসুলের মীমাংসাই অভ্রান্ত। এতদ্ব্যতীত আর কাহারও মত অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত রূপে গৃহীত হইতে পারে না।

اذا تنازعتم فی شیٔ فردوہ الی اللہ و رسولہ

"কোন বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হইলে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের মীমাংসার দিকে লক্ষ্য কর।"

(ক)

হাদিস শাস্ত্রের গ্রন্থগুলিতে যে-সমস্ত রেওয়ায়েত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তৎসমুদয়ের প্রত্যেকটিই রসুল করীম (সাঃ)-এর হাদীস কি-না এ সম্বন্ধে হাদিস শাস্ত্র-বিশারদ ইমামদের মধ্যে বহু তর্ক-বিতর্ক ও মত ভেদ আছে। এই জন্যই হাদিস সমূহকে 'জয়ীফ', 'মাওজুহ্' ইত্যাদি বহু শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—

اصل اقسام الحدیث ثلاثۃ صحیح حسن ضعیف

হাদিসকে মূলতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে— 'সহি' 'হাসান' ও 'জয়ীফ'।

و من اقسام الحدیث الشاذ و المنکر و المعلل

"সাজ, 'মুন্‌কার' ও 'মুওয়াল্লাল' এই তিন ভাগেও হাদিসকে ভাগ করা হইয়াছে।"

الشاذ ما روی مخالفا ما رواہ الثقات

"যে হাদিস বিশ্বস্ত রাবীদের বর্ণনার বিরুদ্ধে বর্ণিত হইয়াছে তাহাকে 'সাজ' বলা হয়।"

المنکر حدیث رواہ ضعیف مخالف من ھو اضعف منہ -

"যে হাদিস অধিকতর দূষিত রাবীর বর্ণনার বিরুদ্ধে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাকে 'মুনকার' বলে।"

الحدیث المطعون بالکذب موضوع

"যে হাদিসের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলিয়া অভিযোগ আছে সেই হাদিসকে 'মাওজুহ্' বলা হয়।"

المعلل اسناد فیہ علل و اسباب غامضۃ خفیفۃ قادحۃ فی الصحۃ -

"যে হাদিসের সনদের মধ্যে দোষ ও হাদিসকে সহি সাব্যস্থ করিবার বিরুদ্ধে আপত্তিকর কারণ নিহিত থাকে, সেই হাদিসকে 'মুওয়াল্লাল' বলা হয়।"

(খ)

কোন কোন হাদিসে বা হাদিসের কোন কোন অংশে বর্ণনাকারী রাবীদের নিজের কথা বা অন্যের কথা প্রবিষ্ট হওয়াতে সেই হাদিসের মর্ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ আছে।

وان ادرج الراوي كلامه او كلام غيره من الصحابي او تابعي مثلا لغرض من الاغراض ..... فالحديث مدرج -

"যদি কোন রাবী, নিজের বাক্য কিম্বা সাহাবী ও তাবেয়ীর মত অন্য কাহারও বাক্য, কোন উদ্দেশ্যে হাদিসের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে তবে সেই হাদিসকে 'মুদরাজ' বলা হয়।"

(গ)

কোন কোন হাদিস রাবীদের নিজের ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর হাদিসে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সঠিক মর্ম বর্ণিত হইয়াছে কি-না এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই রকম রেওয়ায়েতকে "রেওয়ায়েত বিল মা'না" বলা হয়। এরূপ বর্ণনাকে হাদিস রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে কি-না এ-সম্বন্ধে মুহাক্কেকীনদের মধ্যে মতভেদ আছে। সুতরাং এই শ্রেণীর হাদিস অকাট্য প্রমাণ রূপে ব্যবহার হইতে পারে না।

نقله بالمعنى و فيه اختلاف فالاكثرون على انه جائز ممن هو عالم بالعربية و عارف بخواص التراكيب و مفهومات الخطاب لئلا يخطي بزيادة و نقصان - و قيل جائز في مفردات الالفاظ دون المركبات و قيل جائز لمن استحضر الالفاظ حتى يتمكن من التصرف فيه و قيل جائز لمن يحفظ معاني الحديث و نسي الفاظها الضرورة في تحصيل الاحكام و اما من استحضر الالفاظ فلا يجوز له لعدم الضرورة و هذا الخلاف في الجواز و عدمه اما اولية رواية اللفظ من غير تصرف فيها فمتفق عليها لقوله على الله عليه وسلم نضر الله امرء سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمع الحديث و النقل بالمعنى واقع في الكتب الست وغيرها—

"নকল-বিল-মানা (অর্থাৎ, নিজের ভাষায় হাদিস বর্ণনা করা) সম্বন্ধে মত-ভেদ আছে। অনেকেই আরবী ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ, এবং বাক্য-পদ্ধতি ও বাক্য-বিন্যাস ও বাক্যের মর্ম সম্বন্ধে বিশিষ্ট পারদর্শী ব্যক্তির পক্ষে ইহাকে জায়েজ মনে করেন, যেন কোন রকমের বেশ-কম করিয়া ভুল না করিয়া বসেন; কেহ কেহ বলেন, শুধু শব্দ পরিবর্ত্তন করা জায়েজ আছে, বাক্য পরিবর্তন করা জায়েজ নহে। কেহ কেহ বলেন, হযরতের প্রকৃত শব্দগুলি যাঁহার স্মরণ আছে তাঁহার পক্ষে শব্দ পরিবর্তন করিয়া নিজের ভাষায় বর্ণনা করা জায়েজ আছে, যেহেতু তাঁহারই মর্ম ঠিক রাখিয়া নিজের ভাষায় বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আছে। কেহ কেহ বলেন, হাদিসের মর্ম স্মরণ আছে অথচ হাদিসের শব্দগুলি স্মরণ নাই, এমন ব্যক্তির পক্ষে দরকার বশতঃ মর্ম বর্ণনা করিয়া দেওয়া জায়েজ আছে, কিন্তু যে ব্যক্তির শব্দ স্মরণ আছে তাঁহার পক্ষে নিজের ভাষায় মর্ম বর্ণনা করা জায়েজ নহে। এই মতভেদ ত হইল নিজের ভাষায় হাদিসের মর্ম বর্ণনা করা জায়েজ কি-না এসম্বন্ধে, কিন্তু নিজের কোন রকম হস্তক্ষেপ না করিয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ভাষায় হাদিস বর্ণনা করাই যে সবচেয়ে উত্তম, এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই, কারণ রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—আল্লাহ্ সাহায্য করুন সেই ব্যক্তিকে যিনি আমার কথা শুনিয়াছেন এবং স্মরণ রাখিয়াছেন এবং যেরূপ শুনিয়াছেন ঠিক সেইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। রাবিদের নিজের ভাষায় বর্ণিত হাদিস সিহা-সিত্তা

এবং অন্যান্য হাদিসের কিতাব-গুলিতে বিদ্যমান আছে।" (মিশ্‌কাত)।

(ঘ)

হাদিস শাস্ত্রের গ্রন্থগুলিতে ইমাম মাহদী সম্বন্ধীয় যত হাদিস বর্ণিত আছে তাহার প্রত্যেকটির সম্বন্ধেই সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়া হাদিস শাস্ত্র-বিশারদ ইমামগণ আপত্তি উঠাইয়াছেন। এই সমস্ত আপত্তির আলোচনা করিয়া নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁ মরহুম তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "হুজাজুল কেরাম: ফী আছারিল কেয়ামা"র ৩৬৫ পৃষ্ঠায় নিম্ন লিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন :—

هرچند احادیث وارده در وجود مهدی آخر زمان و ظهور وی در آن اوان بنا بر کثرت طرق بحد شهرت و استفاضه رسید و انکار جمعی را از منکرین وجود او از هم پاشیده لیکن شک نیست در آنکه اسانید اکثر طرق وی معلول است بغفلت رجال اسانید و سوء حفظ یا سوئے رائے وغیره ذالک اما آنچه از وی در سنن ترمذی و ابو داؤد و ابن ماجه و بزاز و حاکم و طبرانی و ابو یعلی موصلی و دار قطنی وغیرهم مروی گشته اصح است از غیر آن خصوصاً اقل قلیلش که در صحیحین است زیرا که اجماع بر تلقی وی بقبول و عمل بر آنچه در وست در امت متصل گشته و درین اجماع اعظم حمایت و احسن دفع است و غیر صحیحین بمثابه صحیحین نیند و مجموع این روایات ضعیفه و مطعونه افاده صحت شهادت وجود وی در آخر زمان میکند اگرچه خالص از انها از نقد اقل قلیل باشد و الله اعلم (حجج الکرامة ص ٣٦٥) -

"যদিও আখেরি জমানার ইমাম মাহ্‌দী সম্বন্ধীয় হাদিসগুলি বহু ও বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হইয়া যে-খ্যাতি লাভ করিয়াছে, তাহা—যাহারা তাঁহার আগমনই অস্বীকার করে—তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়াছে, তথাপি ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, মাহ্‌দী সংক্রান্ত হাদিসগুলির অধিকাংশ সনদই রাবীদের অজ্ঞতা, স্মরণ-শক্তির অভাব, দুর্ব্বলতা ও আপত্তিকর অভিমত ইত্যাদি দোষে দুষিত। তেরমুজি, আবু দাউদ ইবনে মাজা, বজ্জার, হাকেম, তিবরাণী, আবু ইয়ালি মুসেলি, দারকুত্‌নী, ইত্যাদি মুহাদ্দেসিনগণ হইতে যে-সমস্ত হাদিস বর্ণিত হইয়াছে তাহা অন্যান্যদের বর্ণিত হাদিসের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী সহী, বিশেষতঃ এই সকল হাদিসের মধ্যে সহী বুখারীতে যাহা আছে তাহা গ্রহণ ও আমল করা সম্বন্ধে সমস্ত মোসলমান একমত হইয়া আসিতেছে। এই এক মত হওয়াটাও একটা বড় রকমের সমর্থন বা উৎকৃষ্ট প্রতিবাদ। অন্যান্য কিতাবগুলি সহী বুখারী ও সহী মুসলিমের তুল্য নহে। মাহ্‌দী সংক্রান্ত দুর্বল ও সন্দেহযুক্ত হাদীসগুলির সমষ্টি শুধু এতটুকুই প্রমাণ করে যে, আখেরি জমানায় ইমাম মাহ্‌দী আসিবেন। ফলতঃ রেওয়ায়েতগুলি সন্দিগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এত বহুল যে, উহাদের দ্বারা মাহ্‌দী সম্বন্ধীয় প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র কথা নি:সন্দেহে প্রমাণিত না হইলেও মাহ্‌দী যে আসিবেন, এই কথাটুকু প্রমাণ হয়।

(ঙ)

হাদীস শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ সহি বুখারী ও সহি মুসলিমে প্রতিশ্রুত মসীহ ছাড়া পৃথক কোন মাহ্‌দীর হাদীস স্থান পায় নাই—ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম মসিহে মওউদ ছাড়া আর কোন মাহ্‌দীর কথা উল্লেখ করেন নাই।

(চ)

ইমাম মাহ্‌দী সম্বন্ধে বিভিন্ন হাদীসে তাঁহার নাম, বংশ আবির্ভাবের স্থান, লড়াই ইত্যাদি সম্বন্ধে যে-সকল বিভিন্ন বর্ণনা আছে, তাহা পরস্পর এত

বিরোধী যে, একই ব্যক্তির প্রতি ঐ সকল হাদীস আরোপ করা অসম্ভব।

নাম

কোন কোন হাদীসে আসিয়াছে—'তোমাদের নবীর নামে তাঁহার নাম হইবে'। (আবু দাউদ)।

يسمى باسم نبيكم

আবার "কোন কোন রেওয়ায়েতে মাহ্‌দীর নাম 'আহ্‌মদ' আসিয়াছে।"

در بعض روايات نام وى احمد آمده

কেহ কেহ মাহ্‌দীর নাম সম্বন্ধে কোনই গুরুত্ব দেন নাই। তাঁহারা খলিফা উমর-ইবনে-আবদুল আজীজকেও মাহ্‌দী বলিয়া সাব্যস্থ করিয়াছেন।

لو كان فى هذه الامة مهدى فهو عمر ابن عبد العزيز -

"এই উম্মতে যদি কোন মাহ্‌দী থাকিয়া থাকেন তবে তিনি উমর ইবনে আবদুল আজীজ। (তারিখুল খুলাফা)

অতএব মাহ্‌দীর নাম সম্বন্ধে হাদীস হইতে নিশ্চিত করিয়া বলিবার কোন উপায় নাই।

বংশ

কোন কোন রেওয়াতে আসিয়াছে—"মাহ্‌দী আমার বংশধর ফাতেমার আওলাদ হইতে হইবে। (মিশকাত)

المهدى من عترتى من اولاد فاطمة -

আবার ইহাতেও মতভেদ আছে যে, তিনি হাসানের বংশধর হইবেন, না হুসেনের বংশধর হইবেন। (হুজাজুল-কেরামা)

مهدى از اهل بيت باشد اولاد فاطمة حسن يا حسين عليه السلام

আবার মাহ্‌দী আব্বাছের বংশধর হইবেন এরূপও আসিয়াছে।

كعب احبار گفته مهدى از اولاد عباس باشد اخرجه نعيم ابن حماد و دار قطنى در افراد و ابن عساكر در تاريخ خود

"কাবে আহবার বলিয়াছেন, মাহ্‌দী হযরত আব্বাছের বংশধর হইতে হইবেন। নাইম ইবনে-হাম্মাদ ও দার কুতনী 'এফ্‌রাদে' ও ইবনে আছাকের তাঁহার নিজের ইতিহাসে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।" (হুজাজুল কেরামা, ৩৬৫ পৃঃ)

অতএব মাহ্‌দীর বংশ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া কিছু বলিবার উপায় নাই।

স্থান

মাহদী মদিনা হইতে হইবেন—

رجل من أهل المدينة هاربا الى مكة (مشكوة)

"এক ব্যক্তি মদিনা হইতে পলায়ন করিয়া মক্কার দিকে আসিবেন।" (মিশকাত)

মাহ্‌দী খুরাসানের দিক হইতে আসিবেন।

اذا رايتم الرايات السود قد جائت من قبل الراسان فأتوها فان فيها خليفة الله المهدى (مشكوة)

"তোমরা যখন কাল পতাকাগুলি দেখিতে পাইবে, যাহা খুরাসানের দিক হইতে আসিয়াছে, তাহাদের নিকট যাইও, কেননা উহাদেরই মধ্যে আল্লাহ্‌র খলিফা মাহ্‌দী থাকিবেন।"

(মিশ্‌কাত)

মাহ্‌দী পশ্চিম দেশীয় হইবেন—

قرطبى در تزكرة خود گفته كه مولدش ببلاد مغرب است وى از انجا براه دريا بيايد (حجج الكرامة)

"কারতবী তাঁহার তাজকেরা নামক কেতাবে বলিয়াছেন, মাহ্‌দীর জন্মস্থান পশ্চিম দেশে এবং তিনি দরিয়ার পথে আসিবেন।' (হুজাজুল-কেরামা)

মাহ্‌দী মসজিদে-আকছা হইতে হইবেন—

برآمدن مهدى از مسجد اقصى هم گفته

"মসজিদে-আকছা অর্থাৎ বয়তুল মুকাদ্দাছ হইতে মাহ্‌দী বাহির হইবেন এরূপও কেহ কেহ বলিয়াছেন।"

(হুজাজুল-কেরামা, ৩৬৫ পৃঃ)

কারা নামক গ্রামে মাহ্‌দীর জন্ম হইবে—

در ارشاد المسلمین گفته مولد وی درده باشد که آن را کرعه گویند -

"এরসাদুল মুসলেমিন কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, মাহ্‌দীর জন্ম 'কারা' নামক গ্রামে হইবে।"

(হুজাজুল-কেরামা, ৩৬৮ পৃঃ)

"কাদিয়া" নামক গ্রাম হইতে মাহ্‌দী বাহির হইবেন—

يخرج المهدی من قرية يقال لها كدعه

(جواهر الاسرار)

"কাদিয়া" নামক গ্রাম হইতে মাহ্‌দী বাহির হইবেন।" (জোওয়াহেরুল-আছরার)

সুতরাং হাদীস হইতে স্থির-নিশ্চিত হইয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই যে, মাহ্‌দী কোথা হইতে হইবেন।

মাহ্‌দীর লড়াই

কোন কোন রেওয়ায়েতে আসিয়াছে যে, মাহ্‌দী মোটেই যুদ্ধ-বিগ্রহ বা রক্তপাত করিবেন না।

اخرجه ابن الجوزی فی تاریخه

گویند بیدار نه کنند مهدی نائم را ونه و ریز دخون را - ومقاتله کند بر سنت وترک نه دهد هیچ سنت را مگر آنکه قائم سازد آن را ونه هیچ بدعت را مگر آنکه بر دارد آن را (حجج الکرامه)

"ইবনুল-জোওজী তাঁহার ইতিহাসে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন ও বলিয়াছেন যে, মাহ্‌দী কোন নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগ্রত করিবেন না, অর্থাৎ শান্তি-ভঙ্গ করিবেন না এবং রক্তপাত করিবেন না। সুন্নত কায়েম করিবার জন্য সংগ্রাম করিবেন, কোন সুন্নতই কায়েম না করিয়া ছাড়িবেন না; আর কোন 'বেদাত'-ই উৎপাটিত না করিয়া ছাড়িবেন না।"

(হুজাজুল-কেরামা, ৩৬৩ পৃঃ)

ইহাতে বুঝা যায়, মাহ্‌দী ইসলামের জন্য, সুন্নত কায়েম করিবার জন্য যে সংগ্রাম করিবেন উহা তরবারির যুদ্ধ নয়।

আবার কোন কোন রেওয়ায়েত হইতে মাহ্‌দীর অস্ত্র-যুদ্ধও প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়।

অতএব ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) আসিয়া অস্ত্র-যুদ্ধ করিবেন—এই কথাটাও একটা নিশ্চিত নিঃসন্দিগ্ধ ও সর্ববাদী-সম্মত মত নহে।

ইমাম-মাহ্‌দী ও মসীহ্‌

সর্বসাধারণের মধ্যে এই মতটাই অধিকতর প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে যে, ইমাম-মাহ্‌দী ও মসীহ দুই জন একই সময়ে হইবেন। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে মাহ্‌দী ও মসীহ এক জনেরই দুই নাম।

لامهدی الا عیسی ابن مریم (ابن ماجه)

"মসিহ ব্যতীত আর কোন মাহ্‌দী নাই।'

(ইবনে মাজা)

یوشك من عاش منكم ان یلقی عیسی ابن مریم حكماً عدلا اماماً مهدیا (مسند امام احمد حنبل)

"তোমাদের মধ্যে ভবিষ্যতে যাহারা (আধ্যাত্মিক ভাবে) জীবিত থাকিবেন তাহারা দেখিতে পাইবেন, ইসা ইবনে-মরিয়ম ইমাম মাহ্‌দীকে ন্যায়-বিচারক মীমাংসাকারী রূপে।"

আবার কোন কোন রেওয়াতে, মসিহ্‌ ও মাহ্‌দী দুইজন দুই সময়ে হইবেন আসিয়াছে।

كيف تهلك امة انا اولها والمهدی وسطها والمسيح اخرها—

"কেমন করিয়া ধ্বংস হইবে সেই উম্মত যাহার প্রথমে আমি ও মধ্যভাগে মাহ্‌দী ও শেষভাগে মসিহ্‌ থাকিবেন?" (মিশকাত)।

অতএব ইমাম-মাহদী ও মসীহ্ দুই জন একই সময়ে হইবেন ও দুই জন মিলিয়া তরবারীর যুদ্ধ করিয়া কাফের বধ করিবেন ; এই কথাও একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নহে, এবং এই কথার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিত হইয়া বসিয়া থাকা যায় না।

(২)

আল্লাহ্ ও রসুলের বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবার পূর্বে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত মর্ম বুঝিতে মানুষ প্রায়ই ভুল করিয়া থাকে। এই ভুলের জন্যই ভবিষ্যতে আগমনকারী মহাপুরুষ সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। আগন্তুক মহাপুরুষগণ সেই ভুল ধারণা অনুসারে আসেন না বলিয়াই তাহারা আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাপুরুষগণকে বারে বারেই প্রত্যাখান করিয়াছে।

কোরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতের মধ্যে—আল্লাহ্‌তায়ালা এই সত্যই ব্যক্ত করিয়াছেন—

ولقد اخذنا ميثاق بنى اسرائيل وارسلنا
اليهم رسلا كلما جائهم رسول بما لا تهوى انفسهم
فريقاً كذبوا وفريقا يقتلون (مائدة ع) •

"আমি নিশ্চয়ই বনী-ইস্রায়ীলের নিকট হইতে প্রতিজ্ঞা লইয়াছিলাম এবং তাহাদের নিকট আমি রসুলগণ পাঠাইয়াছিলাম। যখনই তাহাদের নিকট আমার রসুল আসিয়াছেন, তাহাদের মনোগত ধারণা মতে আসেন নাই বলিয়া তাহাদের একদল যুদ্ধ করিয়াছে।"

এই আয়াতে যে-সাধারণ সত্য ব্যক্ত কর হইয়াছে, তাহা শুধু বনি-ইস্রাইলের জন্য নহে। বস্তুতঃ সর্ব্ব কালেই—যখনই আল্লাহ্‌র কোন রসুল আসিয়াছেন, এবং তাঁহার মধ্যে প্রচলিত ধারণা-সমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে নাই, তখন একদল তাঁহাকে অবহেলা করিয়াছে, আর একদল তাঁহারা বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে।

গত তেরশত বৎসরে মোসলমান সমাজে যে সকল মুজাদ্দিদ, গওছ, কুতুব, অলি-দরবেশ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সমসাময়িক মোসলমানগণ প্রায় সকলই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমনও এই নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারে না।

ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) সম্বন্ধেও এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে,

چون مهدی علیه السلام مقاتله بر احیاء سنت
و اماتت بدعت فرمائد علماء وقت که خوگر تقلید
فقهاء و مشائخ و اباء خود باشند گویند این مرد
خانه براند از دین و ملت ماست بمخالفت
برخیزند و بحسب عادة خود حکم بتکفیر و تضلیل
وی کنند - (حجج الکرامه) ۳۶۳

"যখন মাহ্‌দী আলায়হে-সালাম সুন্নত কায়েম করিবার ও বেদাত মিটাইবার জন্য সংগ্রাম করিবেন, তখন পীর, ফকীর ও পিতৃ-পুরুষদের অন্ধ অনুকরণে অভ্যস্ত সেই সময়ের আলেমগণ বলিবে যে, এই ব্যক্তি আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে ; এবং এই বলিয়া তাহারা শত্রুতা করিতে বদ্ধ পরিকর হইবে এবং তাঁহাকে কাফের ও গুমরাহ্ মনে করিয়া ফতওয়া দিবে।"

সুতরাং কোন ধর্মভীরু লোকের পক্ষে মৌলবী-মৌলানাদের বিরুদ্ধাচারণ দেখিয়াই মাহ্‌দী (আঃ)-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করা উচিত নহে।

(৩)

রেওয়ায়েতের দিক্ দিয়া কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী-মূলক হাদীস সহী হওয়া সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব থাকিলেও যদি সেই ভবিষ্যদ্বাণী, হাদীসের মর্ম অনুযায়ী পূর্ণ হয়, তাহা হইলে পূর্ণ হওয়ার পর সেই হাদীসটি সহী হওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

বর্ত্তমানে তৌরাত ও ইঞ্জিল কিতাবে উল্লিখিত বহু ভবিষ্যদ্বাণী আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আগমনে পূর্ণ হইয়াছে। আমরা ঐ সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে শুধু এই জন্য মিথ্যা বলিতে পারি না যে, বর্ত্তমান তৌরাত ও ইঞ্জিল কেতাবে অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে—তৌরাত ও ইঞ্জিল কিতাব বিশ্বস্ত রাবীদের রেওয়ায়েতের উপর প্রতিষ্ঠীত নহে।

কোরআন শরীফ তৌরাত ও ইঞ্জিল কিতাবের এই রকম রেওয়ায়েতকে সহী বলিয়া সমর্থন করিয়াছে। যথা—

الذين يتبعون الرسول الامى الذى يجدونه
مكتوبا عندهم فى التوراة و الانجيل (اعراف ع١٩)

'যাঁহারা উম্মী রসুলের অনুসরণ করে, যে রসুলের কথা তাহাদের কাছে তৌরাত ও ইঞ্জিল কিতাবে লিখিত আছে—দেখিতে পাইতেছে—....."

(৪)

কোন কোন রেওয়ায়েতের দিক দিয়া সহী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া থাকিলেও সেই হাদীসের মর্ম যদি কোরআন শরীফের কোন প্রকাশ্য উক্তির বিরুদ্ধে হয়, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে হাদীসটির প্রচলিত অর্থ ঠিক নহে। সেই হাদীসের মধ্যে কোন শব্দ প্রক্ষিপ্ত বা পরিবর্ত্তিত হইয়া উহার মর্ম বিকৃত হইয়াছে। আর যদি কোন প্রকারেই কোরআনের উক্তির সহিত সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব না হয় তবে সেই হাদীসকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ সেই হাদীস সহী নহে, যাহা কোরআন শরিফের বিরুদ্ধে যাইতেছে। যথা—

فبأى حديث بعد الله واياته يؤمنون (جاثية ع١)

"আল্লাহ্‌ও আল্লাহ্‌র আয়াতের বিরুদ্ধে কোন কথাকে বিশ্বাস করিতে পারে?"

(৫)

আল্লাহ্‌র রসুলগণ নিজ নিজ উম্মতের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও সঙ্কট সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হন, এবং নিজ নিজ উম্মতকে এই সকল সংবাদ জ্ঞাত করেন। হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-ও নিজ উম্মতের ভবিষ্যৎ এবং জগতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বহু ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। এই উম্মতের উত্থান-পতনের কথা, এই উম্মতের সিদ্ধ মহা-পুরুষগণের কথা, এই উম্মতের কীর্ত্তিমান বিজয়ী রাজ-পুরুষগণের কথা, এই উম্মতের শ্রেষ্ঠতম বৈরিগণের কথা, যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত বড় বড় ঘটনাবলীর কথা হুজুর (সাঃ) বলিয়া গিয়াছেন।

আঁ-হযরতের এই শ্রেণীর ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে কোন সিদ্ধ মহা-পুরুষ, বিজয়ী বাদশাহ, ন্যায়পরায়ণ রাজ-পুরুষের কথা দেখিলেই অথবা কোন বিশিষ্ট খলিফার কথা পাঠ করিলেই তাঁহাকে একমাত্র প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী মনে করা উচিত নহে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের এই জমানার এবং মধ্যবর্ত্তী যুগের কোন কোন আলেম এই প্রকারের মস্ত বড় ভুল করিয়াছেন।

বিভিন্ন আগন্তুক সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে একই ব্যক্তির উপর আরোপ করিতে যাইয়া এক দিকে যেমন প্রতিশ্রুত মহা-পুরুষ সম্বন্ধে এক দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকার সৃষ্টি করিয়াছেন, আর এক দিক্ দিয়া রসুলে করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী-মূলক হাদীসগুলিকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন।

পরস্পর বিরোধী ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে একই মাহ্‌দীর জন্য বলা হইয়াছে মনে না করিয়া তাঁহারা যদি অতীত মুসলিম জগতের ইতিহাস অনুসন্ধান করিতেন ও ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করিতেন, তাহা হইলে হাদীসের অমর্য্যাদাকর এরূপ দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকার সৃষ্টি হইত না। অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলী এই প্রহেলিকার সমাধান করিয়া দিত।

বস্তুতঃ, ইস্‌লামের মুহাক্কেক আলেমগণ মাহ্‌দী সম্বন্ধীয় হাদীসগুলিকে একই ব্যক্তির উপর আরোপ

করেন নাই। তারিখুল-খুলাফা নামক বিখ্যাত গ্রন্থে হযরত উমর-ইবনে-আবদুল আজীজকেও একজন মাহ্‌দী বলা হইয়াছে।

او كان فى هذه الامة مهدى فهو عمر بن عبد العزيز

'এই উম্মতে যদি কোন মাহ্‌দী থাকিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি উমর-ইবনে-আবদুল আজীজ।"

(৬)

হাদীস শাস্ত্রে অভিজ্ঞ আলেম মাত্রই অবগত আছেন, আঁ-হযরত (সাঃ) একাধিক মাহ্‌দীর কথা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। খুলাফায়ে-রাসেদিন সম্বন্ধেও আঁ-হযরত (সাঃ) মাহ্‌দী হইবেন বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন।

عليكم بسنتى و سنة خلفاء الراشدين المهديين—

"তোমরা আমার সুন্নত ও খুলাফায়ে-রাসেদিন—মাহ্‌দীগণের সুন্নতের অনুসরণ করিও।"

অতএব হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-হযরত উমর ফারুক (রাঃ) হযরত ওছমান (রাঃ)-এবং হযরত আলী (রাঃ)ও এক একজন মাহদী ছিলেন। তদ্রূপ খলিফা উমর-ইবনে-আবদুল আজীজও একজন মাহ্‌দী ছিলেন।

সুতরাং হাদীসের কিতাবে মাহ্‌দী সম্বন্ধীয় কোন লক্ষণ দেখিলেই আমরা বলিতে পারি না যে, এই লক্ষণ আখেরী জমানার প্রতিশ্রুত মসিহ্‌ মাহ্‌দী (আঃ)-এর জন্য বলা হইয়াছে।

অবশ্য প্রতিশ্রুত মসিহ্‌ মাহ্‌দী (আঃ)-এর দাবী আলোচনা করিতে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, মাহ্‌দী সম্বন্ধে যত লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে তন্মধ্যে কোন কোন লক্ষণ আলোচ্য দাবী-কারকের মধ্যে পাওয়া যায় কি-না?

সবগুলি লক্ষণ এই একই মাহ্‌দী—প্রতিশ্রুত মসিহ্‌-মাহ্‌দী (আঃ)-এর মধ্যে তালাস করা মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

(৭)

আল্লাহ্‌ ও রসুলের কালামে অনেক সময় অল্প কথায় অনেক অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য রূপক বা অলঙ্কারের ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাকে আরবী ভাষায় استعارة (এস্তেয়ারা) বলা হয়। দুনিয়ার যাবতীয় শ্রেষ্ঠ লেখকের ভাষায় "এস্তেয়ারা" বা রূপকের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং সমস্ত জ্ঞানের উৎস আল্লাহ্‌ ও রসুলের বাণী যে গভীরতা ও জ্ঞানের দিক দিয়া অনুপম হইবে এবং তাহাতে যে রূপক ও অলঙ্কারের ব্যবহার বিশেষ ভাবে বিদ্যমান থাকিবে তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

من كان فى هذه اعمى فهو فى الاخرة اعمى

"যে ব্যক্তি এই দুনিয়াতে অন্ধ, সে পরজগতেও অন্ধ হইবে।" এই কথায় কেহ জড় চক্ষুর অন্ধত্ব বুঝিবে না।

মসিহ্‌ মওউদ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) সম্বন্ধেও যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী আছে তাহাও এই সাধারণ নিয়মের অধীন। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীতে যে-সকল استعارة 'এস্তেয়ারা' বা রূপকের ব্যবহার হইয়াছে, আমাদের মৌলবী-মৌলানা সাহেবান উহার অর্থ করা সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ ও রসুলের বাণীর মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য যতদূর গভীর দৃষ্টি দেওয়ার আবশ্যক ছিল তাহা তাহারা দেন নাই। তাহারা এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে যেখানে কোন রূপক ও অলঙ্কারের ব্যবহার হইয়াছে, সেইখানেই ধাতুগত অর্থ করিয়া বিষয়টাকে আরব্য উপন্যাসের মনভুলান গল্পের মত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা বাস্তব জগতে ঘটিবার নহে, শুধু অবসর সন্ধ্যায় শ্রবণইন্দ্রিয়ের বিলাসিতার কাজে ব্যবহার হইতে পারে। *

(ক্রমশঃ)

* ২৪ পরগণার মৌলানা রহুল আমীন সাহেব কর্তৃক লিখিত 'কাদিয়ানী রদ' পুস্তকের উত্তরে হযরত আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব (রহঃ) 'হাদীসুল মাহ্‌দী' গ্রন্থটি রচনা করেন। ইহা বিভাগ-পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং জন-সাধারণ কর্তৃক সমাদৃত হইয়াছিল। এখনও উক্ত পুস্তকের বিপুল চাহিদা রহিয়াছে এবং অনেকেই পুস্তকটির পুনর্মুদ্রনের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা আপাততঃ পুস্তকটি আহ্‌মদী পত্রিকাতে ক্রমশঃ ছাপাইব। পাঠক মহোদয়গণ বৎসরান্তে উহা বাঁধাইয়া পুস্তক হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

—সম্পাদক আহ্‌মদী

হুজাজুল কেরামা পুস্তকে লিখিত
উম্মতে মোহাম্মদিয়ার মোজাদ্দিদগণের নামের তালিকা

১ম	শতাব্দী	হিজরী—	হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ (রহঃ) হুজাজুল কেরামা, ১৩৫ পৃঃ
২য়	,,	,,	ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এবং আহ্‌মদ বিন হাম্বল (রহঃ) ঐ, ১৩৫ পৃঃ
৩য়	,,	,,	আবু শরাহ্‌ (রহঃ) ও আবুল হাসান আশআরী (রহঃ) ঐ, ১৩৬ পৃঃ
৪র্থ	,,	,,	আবু ওবায়দুল্লাহ্‌ নেশাপুরী (রহঃ) ও কাজী আবু বকর বাকলানী (রহঃ) ঐ ১৩৬ পৃঃ
৫ম	,,	,,	হযরত ইমাম গায্‌যালী (রহঃ) ঐ, ১৩৬ পৃঃ
৬ষ্ঠ	,,	,,	সৈয়দ আবুল কাদের জিলানী (রহঃ) ঐ, ১৩৬ পৃঃ
৭ম	,,	,,	ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এবং হযরত খাজা মইনুদ্দিন চিশতি আজমিরী (রহঃ) ঐ, ১৩৬পৃঃ
৮ম	,,	,,	হাফিজ ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ) ও হযরত সালেহ বিন ওমর (রহঃ) ঐ, ১৩৭ পৃঃ
৯ম	,,	,,	ইমাম সিউতি (রহঃ) ঐ, ১৩৬ পৃঃ
১০ম	,,	,,	ইমাম মোহাম্মদ তাহির গুজরাটি (রহঃ) ঐ,
১১শ	,,	,,	মোজাদ্দিত আলফেসানি সারহিন্দী (রহঃ) ঐ
১২শ	,,	,,	শাহ ওলিউল্লাহ্‌ মোহাদ্দেস দেহলবী (রহঃ) ঐ ১৩৯পৃঃ
১৩শ	,,	,,	সৈয়দ আহ্‌মদ বেরেলবী (রহঃ) ঐ, ১৩৯ পৃঃ

১৪শ শতাব্দীর মাথায়, যাহা পূর্ণ হইতে এখনও ১০ বৎসর কাল বাকী আছে, যদি মাহ্‌দী এবং মসিহ্‌ মওউদ (আঃ) আবির্ভূত হইয়া পড়েন তবে তিনিই ১৪শ শতাব্দীর মোজাদ্দিদ হইবেন। (হুজাজুল কেরামা ১৩৯ পৃঃ)

জনাব পাঠক! হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) ঠিক চৌদ্দ শ শতাব্দীর মাথায় আবির্ভূত হইয়া ধর্ম সংস্কারে জন্য ইমাম মাহ্‌দী ও মসিহ্‌ মওউদ হইবার দাবী করিয়াছেন। সুতরাং যদি তিনি মুজাদ্দিদ না হইয়া থাকেন তবে অন্য কাহারও নাম বলা প্রয়োজন, যিনি চৌদ্দ শ শতাব্দীর মাথায় দাবীসহ আগমন করিয়াছেন। যদি কোন অমুসলমান আপনাকে প্রশ্ন করে যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী চৌদ্দ শতাব্দীর মোজাদ্দিদ কোথায়, তবে আপনি তাহাকে কি জওয়াব দিবেন?

ঃ নিজে নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 10·00
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8 00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The Economic struture of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
Islam and communism	,,	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D. Shams	Rs. 2·00
ইসলামেই নবুয়াত ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান
জেনারেল সেক্রেটারী,
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে, আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে জানিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১। খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারি প্রশ্নের উত্তর : লিখক—হযরত গোলাম আহ্‌মদ (আ:)

২। আমাদের শিক্ষা ,, ,,

৩। ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আহ্বান ,, ,,

৪। আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম ,, হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ)

৫। সুসমাচার ,, আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী

৬। যীশু কি ঈশ্বর ? ,, ,,

৭। ভূস্বর্গে যীশু ,, ,,

৮। বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সা:) ,, ,,

৯। বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ,, ,,

১০। আদি পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত ,, ,,

১১। ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম ,, ,,

১২। যীশুর জন্ম কি ২৫শে ডিসেম্বরে ? ,, ,,

১৩। বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ ,, ,,

১৪। হোশান্না ,, ,,

১৫। ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব ,, ,,

১৬। দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ ,, ,,

ইহা ছাড়া জমাতের অন্যান্য পুস্তকও পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান :

এ. টি. চৌধুরী

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.